493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ৮ সংখ্যা ঃ ২১ অগ্রহায়ণ- ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২০ ঃ ৭ ডিসেম্বর - ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩, ৩ শফর-৯ শফর, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা

জয়নগর মজিলপুর ✦ দঃ ২৪ পরগণা

স্থাপিত - ১৮৬৯

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা, ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অনুমোদিত হয়েছে। অঞ্চলের উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। আরও উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

প্রবীর বৈদ্য
ভাইস চেয়ারম্যান,
জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা
দঃ২৪ পরগণা

শুভেচ্ছা সহ
ফরিদা বেগম সেখ
চেয়ারপার্সন, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা
দঃ২৪ পরগণা

রাজ্য সরকারে শতাধিক ভেটেরিনারি অফিসার, ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ১৫০ জন উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগ করা হবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র (এগ্রি মেকানিকাল): শূন্যপদ ২৯টি। রাজ্য সরকারের ওয়াটার রিসর্সেস ইনভেসটিগেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্টবেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়রস সার্ভিসে নিয়োগ করা হবে।

যোগ্যতা: মেকানিকাল বা এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়র ডিগ্রি এক বছরের প্রশিক্ষণ বা কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স: বয়স ৩২-এর মধ্যে।

ভেটেরিনারি অফিসার: শূন্যপদ ৬০। নিয়োগ হবে ওয়েস্টবেঙ্গল অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সার্ভিসের অধীন ব্লক, হেল্‌থ সেন্টার ও অ্যাডিশনাল ব্লক অ্যানিমেল হেল্‌থ সেন্টারে।

যোগ্যতা: ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রিতে ডিগ্রি। বয়স ৩২-এর মধ্যে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেকটর: শূন্যপদ ২০। নিয়োগ হবে স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন বিভাগের অধীন ওয়েস্টবেঙ্গল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসে।

যোগ্যতা: স্ট্যাটিস্টিক্স বা এই বিষয়টি বিশেষপত্র নিয়ে অর্থনীতি বা অংক অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি ডিগ্রি। বয়স ৩২-এর মধ্যে।

রিসার্চ ফেলো (গ্রেড ২): শূন্যপদ বাংলাতে ১টি, ইতিহাসে ১টি, এডুকেশনে ১টি, ভুগোলে ১টি ও মনস্তত্ত্বতে ১টি। সবকটি সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য। নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয়ে।

যোগ্যতা: প্রার্থীর বিষয়ে অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ এমএ, তবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে একই নম্বর থাকা দরকার। সঙ্গে বিএড ডিগ্রি। বয়স ৩৫-এর মধ্যে।

হেড মাস্টার ও হেড মিস্ট্রেস: শূন্যপদ উভয় বিভাগে ৩টি করে। নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগে।

যোগ্যতা: উভয় ক্ষেত্রেই অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সেই সঙ্গে বিএড-এ প্রথম শ্রেণি। মাধ্যমিক স্কুলে ১০ বছরের শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা। শিক্ষাতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স ৪৫-এর মধ্যে।

বেঙ্গলি মাস্টার: শূন্যপদ ১টি। নিয়োগ হবে ওয়েস্টবেঙ্গল জেনারেল সার্ভিসে। কিন্তু যোগ দিতে হবে কার্শিয়াং-এর একটি ইংরেজি মাধ্যম

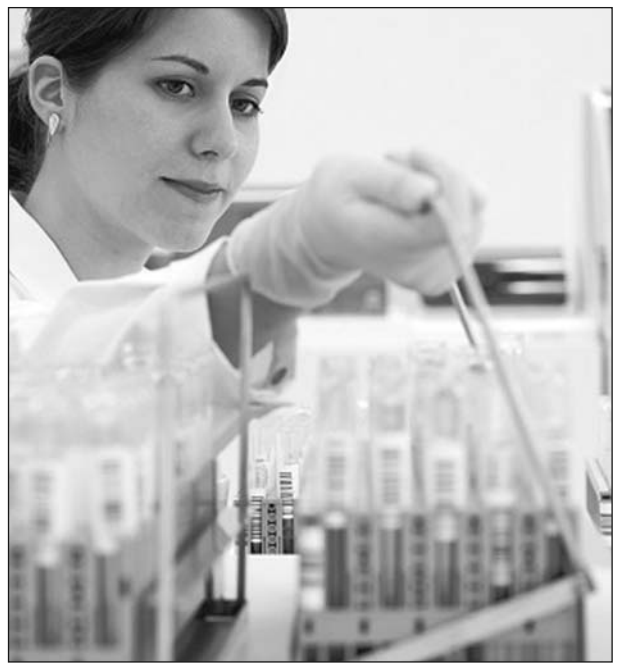

স্কুলে।

যোগ্যতা: বাংলায় অনার্স বা এমএ, বিএড হলে অগ্রাধিকার। ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নেপালী ভাষায় দক্ষতা থাকলে বিশেষ গুরুত্ব পাবেন। বয়স ৩৫-এর মধ্যে।

প্রিন্সিপাল: শূন্যপদ ৭টি, তার মধ্যে ৬টি বাংলা মাধ্যমের কিন্তু সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য। ১টি অসংরক্ষিত, তবে নেপালি মাধ্যম প্রতিষ্ঠানের।

যোগ্যতা: যে কোনও বিষয়ে ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তবে ওই বিষয়ে অনার্স স্নাতক হওয়া চাই। সঙ্গে ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ প্রাইমারি এডুকেশনের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা ওই নম্বরসহ এমএড। প্রাথমিক শিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ বছরের শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা চাই। বয়স ৪২-এর মধ্যে।

প্রফেসর: শূন্যপদ: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১টি, কম্পিউটার সায়েন্স ১টি, ইলেকট্রনিক্স ১টি। নিয়োগ হবে উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিটেক বা এমটেকে প্রথম শ্রেণি সঙ্গে পিএইচ ডিগ্রি। শিক্ষা, গবেষণা বা শিল্প ক্ষেত্রে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বয়স ৫০-এর মধ্যে।

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর: শূন্যপদ: মেকানিক্যাল ২টি, কম্পিউটার সায়েন্স ১টি, ইলেকট্রনিক্স ১টি, ইলেকট্রিক্যাল ১টি। নিয়োগ হবে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণিতে এমটেক সঙ্গে পিএইচ ডিগ্রি। শিক্ষা বা শিল্পক্ষেত্রে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। বয়স ৪০-এর মধ্যে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর: শূন্যপদ: মেকানিক্যাল ৪টি, কম্পিউটার ১টি, ইলেকট্রনিক্স ১টি, ইলেকট্রিক্যাল ৩টি। নিয়োগ হবে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

যোগ্যতা: প্রথম শ্রেণিতে এমটেক সঙ্গে পিএইচ ডিগ্রি। বয়স ৩৫-এর মধ্যে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে বাংলা পড়তে, লিখতে জানতে হবে। নেপালী ভাষী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নেপালী জানতে হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত পদ রয়েছে এবং তারা বয়সের ছাড় পাবেন।

কীভাবে আবেদন করবেন: www.pscwb.org.in ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করে নিজের হাতে পূরণ করুন। দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন পাসপোর্ট মাপের একটি ফটো, যেটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় লাগিয়ে দিতে হবে। ফটোতে সই করতে হবে। আর একটি ফটো নিজের কাছে রাখবেন। সমস্ত শংসাপত্রের অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি দেবেন। ফিজ বাবদ ২১০ টাকার ক্রসড পোস্টাল অর্ডার দেবেন 'সেক্রেটারি পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্টবেঙ্গল'-এর অনুকূলে এবং জিপিও, কলকাতা'য় প্রদেয়। নিজের নাম ঠিকানা লেখা দুটি খাম ও একটি পোস্টকার্ড দিতে হবে। খামে ডাকটিকিট লাগাবেন না। ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় - Secretary Public Service Commission, West Bengal, S.C. Mukherjee Road, Kol-26.

পলিটেকনিক ও আইটিআই উত্তীর্ণদের বোকারো পাওয়ার সাপ্লাইয়ে চাকরি

অপারেটর-কাম-টেকনিশিয়ন (ট্রেনি) ও অ্যাটেন্ড্যান্ট-কাম-টেকনিশিয়ন (ট্রেনি) পদে ৫৪ জন কর্মী নেবে বোকারো পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি। প্রাথমিকভাবে ২ বছরের ট্রেনিং।

অপারেটর-কাম-টেকনিশিয়ন (ট্রেনি): শূন্যপদ ৪২টি। যোগ্যতা - সংশ্লিষ্ট শাখায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং।

অ্যাটেন্ড্যান্ট-কাম-টেকনিশিয়ন (ট্রেনি): শূন্যপদ ১২টি। যোগ্যতা - মাধ্যমিক, সঙ্গে ট্রেডে আইটিআই।

বয়স: ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তপশিলিরা ৫, ওবিসি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা: উচ্চতা পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি. ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৪৩ সেমি.। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭৫ ও ৭৯ সেমি. মহিলাদের ক্ষেত্রে ছাতি ৭৫ সেমি.। ওজন পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি. ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৫ কেজি.।

দৃষ্টিশক্তি: চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৯, চশমা থাকলে তার পাওয়ার +০২.৫ ডি-র বেশি হলে চলবে না।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে। কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে

দরখাস্ত করতে পারবেন ২ জানুয়ারি ২০১৪ অবধি

www.bpscl.in

ফিজ জমা দিতে হবে অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ২৫০ ও অ্যাটেন্ড্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। তপশিলিদের ৫০ টাকা। ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত ৫০ টাকা। এসবিআইয়ের পাওয়ার জ্যোতি অ্যাকাউন্ট নম্বর ৩৩০৯৯২১২০১৯ (এসবিআই সেক্টর ৪, বিএস সিটি ব্র্যাঞ্চ)-তে। ফিজ জমা দেওয়ার পর জার্নাল নম্বর ও ব্রাঞ্চ কোড পাবেন। পেইং স্লিপের প্রিন্টআউট ডাউনলোড করে নেবেন। ফর্ম পূরণ করে সাবমিট করুন। আপনার স্ক্যান করা ফটো ও সই দুটির সাইজ জেপিজি বা জেপেগ ফর্মাটে ৫০০ কেবি.-এর মধ্যে হতে হবে। সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট ডাউনলোড করবেন।

ভারতজুড়ে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন এই ডিসেম্বরেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে ২১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অফিসার নিয়োগের জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা নির্ণয়ের যে লিখিত পরীক্ষা নেয় ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস) তার আবেদন নেওয়ার শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর। এই পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থিরা তার স্কোর কার্ড পান তার ভিত্তিতেই নিয়োগ করে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি। যে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়োগের জন্য এই পরীক্ষা সেগুলি হল এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, ওরিয়েনটাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, বিজয়া ব্যাঙ্ক।

পোস্ট কোড ১: আইটি অফিসার স্কেল ১: যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, আইটি, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন অথবা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন-এর মধ্যে যে কোনও শাখায় বিটেক বা এমটেক অথবা যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে ডোয়েক বি লেভেল পাশ।

পোস্ট কোড ২: এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার: যোগ্যতা: এগ্রিকালচারল ইঞ্জিনিয়ারিং, হর্টি কালচার, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি, ডিয়ারি টেকনলজি, ফিসারী সায়েন্স, পিসিকালচার, এগ্রিমার্কেটিং কোঅপারেশন, এগ্রোফরেস্ট্রি যে কোনও একটি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট।

পোস্ট ৩: রাজভাষা অধিকারী: যোগ্যতা: হিন্দি বা সংস্কৃতে এমএ। হিন্দি হলে স্নাতকে পাশ সাবজেক্ট ইংরেজি থাকা দরকার। সংস্কৃত হলে স্নাতকে পাশ সাবজেক্ট ইংরেজি বা হিন্দি থাকা দরকার।

পোস্ট কোড ৪: ল অফিসার স্কেল ১: যোগ্যতা: এলএলবি এবং বার কাউন্সিলের মেম্বর।

পোস্ট কোড ৫: হিউম্যান রিসোর্স অফিসার: যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন, সোসাল ওয়ার্ক অথবা

এরপর বারোর পাতায়

493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ৮ সংখ্যা ঃ ২১ অগ্রহায়ণ- ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২০ ঃ ৭ ডিসেম্বর - ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩, ৩ শফর-৯ শফর, হিজরি ১৪৩৪,

মানবজাতি হারাল সংহতির প্রতীককে

নিজস্ব প্রতিনিধি: একজন সারাজীবন সংগ্রাম করে দেশকে স্বাধীনতা এনে দিলেও মৃত্যু হয়েছিল দেশবাসীর হাতেই। অপরজন মানুষের অধিকার দাবি করে শহীদ হয়েছিলেন বর্ণবিদ্বেষী আততায়ীর হাতে। নেলসন ম্যান্ডেলা কিন্তু ৪০ বছর লড়াই করে ২৭ বছর কারা অন্তরালে কাটিয়ে শেষপর্যন্ত স্বাধীন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে মানুষের স্বীকৃতির শিরোপা পরিয়ে বিদায় নিলেন সম্রাটের মতোই। প্রথমজন মহাত্মাগান্ধী, দ্বিতীয়জন মার্কিন লুথার কিং এবং আমাদের আলোচ্য মানুষটি হলেন নেলসন রোলিলা হলা ম্যান্ডেলা। যাঁর জন্ম ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকার মেভেজো'তে। থেমবু রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি পড়াশুনো করেছেন ফোর্ট হেয়ার এবং উইটওয়াটারস্ট্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইনে স্নাতক, ক্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী নেলসন, মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসের যুবলিগের সদস্য হয়ে ১৯৪৮ সালে শাসক শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হন। ১৯৫২ থেকেই তিনি বিশেষভাবে নেতৃত্বের জন্য চিহ্নিত হতে থাকেন। ১৯৫৬ থেকেই শুরু হয় পুলিশি অত্যাচারের শিকার হওয়া। ১৯৯০ যতদিন অবধি কৃষ্ণাঙ্গরা সমঅধিকার পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনের অংশীদার হতে পারেননি তার মধ্যে তিনি কারাবাস করেছেন দীর্ঘ সাতাশ বছর।

চলে গেলেন নেলসন ম্যান্ডেলা

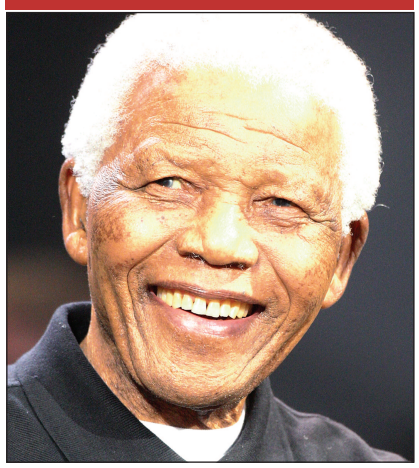

এরপর পাঁচের পাতায়

একশ দিনের কর্ম-নিশ্চিৎ প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ও টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১০০ দিনের কর্ম নিশ্চিৎ প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। অথচ এই প্রকল্পে টাকার কোনও ঘাটতি নেই। গত বছর ২০১২-১৩ এই প্রকল্পে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গ্রাফ ছিল উর্ধ্বমুখী। সুন্দরবন এলাকায় 'গ্রিন সুন্দরবন' প্রকল্প করে জেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রশংসা কুড়িয়ে ছিল। গত বছর এই প্রকল্পে জেলায় ২২৩,৭৮.১৯ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছিল। বছরে গড় কাজ ঠিল ৪২ দিন। যা এই জেলায় অভাবনীয়। বাম আমলে ১৩ দিনের উর্ধ্বে যায়নি।

কিন্তু ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে তাতে কাজ হয়েছে মাত্র ৮৫ কোটি টাকা। দিনের কাজের গড় ২০ দিন। লক্ষ মাত্রা ২০০ কোটি এবং ৪২ দিন। জেলার মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চিৎ প্রকল্পের সহকারি প্রকল্প আধিকারিক দীপক মিত্র জানালেন, এবছর পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং বৃষ্টির কারণে এই প্রকল্পের কাজ ব্যহত হয়েছে। তবে পুজোর পর থেকেই এই প্রকল্পের ওপর জোর

এরপর তেরো পাতায়

অনুর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের দায়িত্ব পেল ভারত

অবশেষে আশ্চর্য প্রদীপ ধরা দিচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে

সঞ্জয় সরকার

আর মাত্র তিন বছর পর ভারতীয় ফুটবল প্রেমীদের হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ধরা দিতে চলেছে। ২০১৭তে অনুর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ আয়োজেনের দায়িত্ব পেল ভারত। এর আগে একবার এএফসি যুব চ্যাম্পিয়নশিপ ও একবার এএফসি চ্যালেঞ্জ। এই দুটি মাত্র মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার আয়োজক হতে পেরেছিল ভারত। এ বাদে আছে ১৯৫১ ও ১৯৮২ দু'বার এশিয়ান গেমসের ফুটবলের আয়োজন। উল্লেখ্য এশিয়ার মাটিতেই কিন্তু উদ্বোধনী টুর্নামেন্ট হয়েছিল ১৯৮৫ সালে চিনে। ভারতের পক্ষে এই প্রতিযোগিতার সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়া সত্যিই ঐতিহাসিক সাফল্য। কারণ, ভারতে চালু রয়েছে আধাখ্যাঁচরা পেশাদারী ফুটবল। যা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা পেছাতে পেছাতে নিয়ে গিয়েছে ১৪৮ নম্বর স্থানে। ভারতের বিশাল বাজার বলে গোটা বিশ্বের ফুটবল জগত ভারতের দিকে বার বার আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু তার কোনও সুযোগই ভারতীয় ফুটবলকর্তারা নিতে পারেননি। মাত্র ১০ টি দেশের খেলা ক্রিকেট। শুধু ভারতে জনপ্রিয়তার খাতিরে কোটি কোটি টাকার বাজারে ফায়দা লুটছে। অথচ পৃথিবীর জনপ্রিয়তম খেলা ফুটবল ভারতে ১৫০ বছর ধরে জনপ্রিয় হলেও আজ অবধি ভারত আন্তর্জাতিক আঙিনায় অংশ নিতে পারেননি। গত দেড়'দশক ধরে ফিফা নানানভাবে ভারতের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একের পর এক পরিকল্পনা দিয়েছে। বিভিন্নভাবে অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল কর্তারা একটি সুযোগও কাজে লাগাতে পারেননি। এর জন্য দায়ী একইসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় ও রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলির অপদার্থতা, অপেশাদারিত্ব তেমনি দায়ী ভারতের ফুটবল ক্লাবগুলির হাস্যকর পরিকাঠামো। ফুটবল ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। তাই ভারতের এই বাজার ধরার জন্য বিশ্বজোড়া কর্পোরেট সংস্থাগুলি ভারতের ফুটবলকে

ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেপ ব্লাটারের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল।
ছবি: এ আই এফ এফ।

কাজে লাগানোর জন্য এক পায়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল কর্তারা আজ অবধি ফুটবলের একটা

এরপর তেরো পাতায়

সঙ্কটে ডায়মন্ডহারবারের পর্যটন শিল্প

মেহবুব গাজি

ডায়মন্ডহারবার : হুগলি নদীর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের পুরনো কেল্লা। শীত পড়লেই এই কেল্লার টানে পর্যটকরা ভিড় করেন ডায়মন্ড হারবারে। কিন্তু নদীগর্ভে পুরনো কেল্লা তলিয়ে যাওয়ায় পর্যটকদের ভিড় অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। ফলে সঙ্কটের মুখে এখানকার পর্যটন শিল্প।

কলকাতা থেকে কাছেপিঠে চড়ুইভাতি আদর্শ জায়গা হল ডায়মন্ড হারবারের এই পুরনো কেল্লার পাশ্ববর্তী অঞ্চলটি। কিন্তু জলের তোড়ে প্রতিনিয়ত পাড় ভেঙে নদী গর্ভে ঢুকে যাচ্ছে তীরবর্তী অঞ্চল। আপাতত পিকনিক স্পটগুলি বাঁচাতে প্রশাসনের তরফে নদীর বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে। অন্যদিকে পিকনিক স্পটগুলি সেনাবাহিনীর জমি হওয়ায় সংস্কারের ক্ষেত্রে বাঁধার মুখে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় পুরসভাকে। ডায়মন্ডহারবার পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার জানিয়েছেন, পিকনিক স্পট সংস্কারের মূল সমস্যা হল জমি জট। তাছাড়া পিকনিক স্পটে পর্যটক পিছু কর ধার্য করা নিয়ে এলাকার বাসিন্দা ও

নদীগর্ভে পুরনো কেল্লা

এরপর পাঁচের পাতায়

সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে যে সব বিধানসভায় ভোট হয়ে গেল, সেখানে বুথফেরৎ সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই এগিয়ে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এর কারণ কী, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে না। প্রান্তিক সেন সহ আমাদের কয়েকজন বন্ধু সাংবাদিক গিয়েছিলেন, এসব রাজ্যে নির্বাচনে গতিপ্রকৃতি জানার জন্য। তাঁদের কাছে জেনেছি কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনার কথা, যা এই এক বিংশ শতাব্দীর এক যুগেরও বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর শুনলেও অস্বস্তি জাগে। বাংলার মানুষজন হয়ত চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না আজও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের মত জায়গায় পিছিয়ে পড়া মানুষেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে কতটা অসহায়, কতটা হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন! আজও সেখানে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর কী ধরনের অত্যাচার করা হয়ে থাকে।

মধ্যপ্রদেশের এক প্রত্যন্ত জায়গার নাম 'ভাররা'। আজও সেখানে উন্নতির ছিটেফোঁটাও পৌঁছায়নি। বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র ২০দিন আগের ঘটনা। ওই গ্রামের দলিত সম্প্রদায়ের জনৈকা

এরপর তেরো পাতায়

পরিত্যক্ত ট্যুরিস্ট কটেজ ফের চালু হল

বিশ্বজিৎ পাল, ঝিঙেখালি : বাম আমলের পরিত্যক্ত কটেজ চালু করল পরিবর্তনের সরকার। কয়েক লাখ টাকা খরচ করে ঝিঙেখালির বিট জঙ্গলে একটি কটেজ তৈরি হয়েছিল। পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে সেই কটেজগুলো চালু করল তৃণমূল সরকার।

এই কটেজটি উদ্বোধন করেন সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর মানকড়। তিনি জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাস থেকে চালু করা হল এই কটেজটি। এর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে এফপিএস। কটেজটিতে খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে একটি ফরেস্ট ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, যেখান থেকে পর্যটকরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারবে।

এই কটেজটির উদ্বোধন হল পাশে দেখা মিলল শাবকসহ বাঘিনীর (ইনসেটে)।

এছাড়াও একটি মিষ্টি জলের পুকুরও রয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর ঝিঙেখালি বিট জঙ্গলে একটি বাঘিনী তার শাবককে নিয়ে ওই পুকুরটিতে জল খেতে আসে। বাঘিনী ও শাবককে দেখতে ভিড় জমে যায় পর্যটকদের।

বিভাগীয় দফতরের বক্তব্য, আগে থাকার জায়গার অভাবে বনের এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত থাকতেন পর্যটকেরা। কিন্তু এবার বিরল দৃশ্য দেখার জন্য সুন্দরবনে পর্যটকের ভিড় বাড়বে বলে আশা করছে সরকারি আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, সুন্দরবন সফরে এসে নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপ দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে বিভাগীয় দফতরের মন্ত্রী থেকে সরকারি আধিকারিকরা। পর্যটকদের সুবিধার্থে এবার ঝিঙেখালিতে খোলা হল বাম আমলের পরিত্যক্ত কটেজটি।

বন দফতরের সূত্রে খবর, কটেজ চালু হওয়ার পর ঝিঙেখালি জঙ্গলে পর্যটকের ভিড় বেড়েছে। ফলে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে সুন্দরবনের পর্যটন শিল্প।

শ্মশানবন্ধু হতে চলেছে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি , পুরুলিয়া : জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, বিপিএল তালিকা ভুক্ত পরিবারের মৃত সদস্যদের দেহ নিরখরচায় পুরুলিয়ার সদর হাসপাতাল থেকে শ্মশানে পৌঁছে দেওয়া হবে।

পুরুলিয়া জেলার এই নতুন প্রকল্প চালু হতে চলছে আগামী বছরের শুরুতেই। প্রথমে জেলা সদর হাসপাতাল ধীরে ধীরে মহকুমা ও ব্লক হাসপাতালগুলিতে এই পরিষেবা চালু করা হবে। পুরুলিয়া বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক পি সিং দেও জানিয়েছেন, শববাহী গাড়ির জন্য উন্নয়ন তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য করবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। সপ্তাহের কোন একদিন দাবিদারহীন মৃতদেহকেও শশ্মানে নিয়ে যাওয়া হবে এই শববাহী গাড়ি করে। এমনকি দাবিদার দেহ নিয়ে যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত সংস্কার করে দিচ্ছে জেলা প্রশাসন।

এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জেলার বিপিএল অন্তর্ভুক্ত পরিবারের কোনও সদস্য মারা গেলে খরচের জন্য অনেকে মৃতদেহ

শ্মশানে নিয়ে যেতে পারেন না। অনেক সময় অভিযোগ ওঠে মাঝপথে গাড়িচালক অতিরিক্ত টাকা দাবি করে মৃতের পরিবারের কাছে। না নিতে পারলে মৃতদেহ মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে রাস্তার মাঝখানে শেষকৃত্য করতে বাধ্য হন পরিবারের লোকজন। তাই পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল এই নতুন প্রকল্প চালু করতে চলেছে। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রিকশা করে মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়াটা দৃষ্টিকটু। তাই শববাহী গাড়ি করে মৃতদেহকে শ্মশানে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বাজেট বাড়ল গঙ্গাসাগর মেলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : বাজেট বাড়ল গঙ্গাসাগর মেলার। মেলার প্রস্তুতি বৈঠকের পর এ কথা জানালেন সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের চেয়ারম্যান তথা সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা। তিনি জানিয়েছেন, এবারের মেলার বাজেট ৬৬৪৪.০ ১ কোটি টাকা। যা গত বার ছিল ৩৩২৬.৪৬ কোটি টাকা। রাজ্যের ন'টি দফতরকে মেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলা প্রস্তুতি নিয়ে কাকদ্বীপ থানার লট-৮ সেচ দফতরের বাংলোতে বৈঠক করেন মন্ত্রী এবং সরকারি আধিকারিকরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের চেয়ারম্যান বঙ্কিম হাজরা, জেলা শাসক শান্তনু বসু, জেলা পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠী এবং ইঞ্জিনিয়াররা।

ইতিমধ্যেই মেলা প্রস্তুতি নিয়ে তোড়জোর শুরু করে দিয়েছে পূর্ত দফতর। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের জোকা থেকে নামখানা পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ এবং সংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছে পূর্ত দফতর। গঙ্গাসাগর মেলা চত্বরে ২১০টি বাস এবং ৫০টি মিনিবাস চলবে। লর্ড-৮ এবং কচুবেড়িয়ায় ২টি স্থায়ী বাসস্ট্যাণ্ড তৈরির আলোচনা চলছে। নামখানা থেকে চেমাগুড়ি ১০০টি লঞ্চ চলাচল করবে। ৩টি বার্জ চালানো হবে মুড়িগঙ্গা নদীতে। সাধারণত ৮০ শতাংশ তীর্থযাত্রীরা হারউড পয়েন্ট থেকে নদী পারাপার করবেন। বাকি ২০ শতাংশ তীর্থযাত্রীরা এই মুড়িগঙ্গা দিয়ে পারাপার করবেন। আড়াই কোটি টাকা খরচ করে বনিবোন জেটি নির্মাণের কাজ চলছে। পলি তোলার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর চালু হবে ৪ নম্বর জেটি।

৪কোটি টাকা ব্যয় করে নির্মিত হচ্ছে লর্ড-৮ এবং কচুবেড়িয়াতে দুটি 'ওয়েলকাম গেট'। সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় হল, বেহালা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হেলিকপ্টার পরিষেবা আলোচনা করা চলছে। রাজ্যের কারিগরী দফতরের মন্ত্রী সুব্রত বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এবারের কুম্ভ মেলা না থাকায় গঙ্গাসাগর মেলার ওপর চাপটা বাড়বে। তীর্থযাত্রীরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বৈঠকে।

মাছ চাষ প্রশিক্ষণ শিবির

কুণাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা: দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩ দিন ও ৫ দিনের মাছ চাষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল, রাজ্য মৎস দফতরের উদ্যোগে এবং এনএফডিবি'র আর্থিক সহায়তায়। মোট ৪৫ জন প্রশিক্ষণ নেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার রায় এবং মৎস্য কর্মধ্যক্ষ তপন মাঝী। ব্লকের মৎস আধিকারিক উমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য জানান, শিবিরে জেলার মৎস্য দফতরের বিশিষ্ট আধিকারিকরা বক্তব্য রাখেন।

এক মৎসজীবীকে বাঁচাতে গিয়ে অপরজন নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: যাকে বাঘ আক্রমণ করেছিল, সে গেল হাসপাতালে, তাঁকে বাঁচিয়ে সঙ্গী পড়ল বাঘের হাতে। বাসন্তী থানার ঝড়খালি ত্রিদিব নগর গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী খগেন মণ্ডল, অসিধর মণ্ডল সহ আরও চার জন বিদ্যাধরী নদীর নেতিধোপানি অঞ্চলের জঙ্গলে মাছ ধরতে যায়। মঙ্গলবার দুপুরে মাছ ধরার সময় খগেন মণ্ডলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাকি মৎস্যজীবীরা তখন লাঠি নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াতে খগেনবাবুকে ছেড়ে বাঘ পালিয়ে যায়। জখম সঙ্গীকে নৌকায় তোলার সময় বাঘ আবার ঝাঁপিয়ে অসিধর মণ্ডলকে পিঠের উপর তুলে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডাইরেক্টর কিশোর মানকড় জানান, আহত মৎস্যজীবী গোসাবা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি আছেন। এদের কাছে বৈধ কাগজপত্র ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কুমিরের বাচ্চা দেখতে পর্যটকের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সুন্দরবনের উন্নয়ন পর্ষদের ১২ একর জলাভূমি থেকে উদ্ধার করা হল ১৪টি কুমিরের বাচ্চা। বাচ্চা কুমিরগুলির বয়স ৬ মাস। লম্বায় ২৪ ইঞ্চি। খবর ছড়িয়ে পড়ার ঝড়খালি মৎস্য খামার, ঝড় বাংলো, পার্ক, ফরেস্ট ইকো-কনসারভেশন ক্যাম্প পরিদর্শনে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা। বনদফতরের কর্মীদের তত্ত্বাবধানেই রয়েছে কুমিরগুলি।

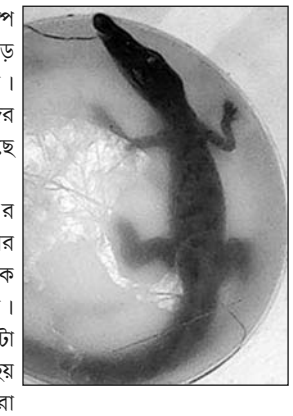

সুন্দরবনের নদীতে নোনাজলের কুমির থাকে। যাকে বলা হয় এস টুরিয়াস। আরেকটি হচ্ছে মেটো কুমির। যাকে বলা হয় ঘড়িয়াল। এরা সাধারণত মিষ্টি জলে বাস করে। কুমিরের আয়ুষ্কাল প্রায় ৩০০ বছর। বয়স ৮-৯বছর হলে ডিম পাড়ে এই ধরনের কুমির। ৯০দিনের মাথায় ডিম ফেটে বাচ্চা বের হয়। জন্মের সময় ৯-১০ মিটার লম্বা হয়। পেট কাটা অবস্থায় জন্মায় ঘড়িয়ালের বাচ্চাগুলি। প্রকৃতির নিয়মে কাটা পেট জোড়া লেগে যায় এদের। এই কুমিরের ডিম পাড়ার বৈশিষ্ট্য হল প্রথমে একটি গর্ত করে নেয়। এরপর রাতে ডিম পেড়ে তার ওপর পাতা দিয়ে উঁচু ঢিপি করে দেয়।

অন্যদিকে সুন্দরবনের নোনা জলের কুমির লম্বায় ১৮-২২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। এরা ৮২-৮৫ খানা ডিম পাড়তে পারে। ৬মাস বয়সেই এরা ২ফুটের মতো লম্বা হয়ে থাকে।

স্থানীয় বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, গত মে-জুন মাসে সুন্দরবনের নদী থেকে একটি কুমির ঝড়খালির সেন্টাল আইল্যান্ডে ডিম পাড়ে। বিষয়টি বন দফতরের কর্মীদের নজরে এলে উর্ধ্বতন কর্মীদের জানান। উদ্ধার করা কুমিরের বাচ্চাগুলিকে পাথর প্রতিমার ভাগতপুর কুমির প্রকল্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও ৬টি কুমিরের বাচ্চার দেখা মিলেছে উন্নয়ন পর্ষদের জলাভূমিতে। কুমিরের বাচ্চাগুলির যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে সব সময় নজর রাখছেন বনদফতরের কর্মীরা।

শিশু সুরক্ষায় সাংবাদিকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ২ ডিসেম্বর আলিপুরে শিশু সুরক্ষায় সাংবাদিকদের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে ছিল জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল বেঙ্গ কলকাতা নামে একটি সংস্থা।

এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাংবাদিক, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মী জেলা শিশু সুরক্ষা সংস্থার আধিকারিক ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকবৃন্দ।

সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতায় অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) অভিজিৎ লায়েক বলেন, শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকারের বিষয়টিকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও বিদ্যালয়ে প্রচারের উপর জোর দিতে হবে। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক তুষার চ্যাটার্জি, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক কাজল ভট্টাচার্য, ডঃ বিজলী মল্লিক, মি. তাজ মহামদ, অনিন্দ্য ঘোষ প্রমুখ।

তবে আলোচনা সভায় জেলার সাংবাদিকরা হতাশ হন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার শিশু সুরক্ষার সামগ্রিক তথ্য না পাওয়ার জন্য।

গণপিটুনিতে মৃত ২ ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সুন্দরবন কোস্টাল থানার লাহিড়ীপুর শান্তিগাছি গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে হরেন মণ্ডলের বাড়িতে ৩ ডাকাত চড়াও হয়। তারা পালানোর সময় চিৎকার শুনে প্রতিবেশিরা ২ জনকে তারা করে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে পুলিশ জনতার হাত থেকে ২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পূর্ব) কঙ্কর প্রসাদ বাড়ুই জানান, ডাকাতদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা ও ১৫ ভরি সোনার গহনা উদ্ধার করা হয়েছে।

সার্ধ শতবর্ষের দোরগোড়ায় জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভা

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়: জয়নগর-মজিলপুর এর নাম শুনলেই প্রথমে মনে পড়ে যায় 'মোয়া'র কথা। সারাদেশে যার খ্যাতি আজও অটুট রয়েছে। প্রাচীন এই জনপদে প্রতিষ্ঠিত পৌরসভার বয়স আর ছ'বছর পরে সার্ধ শতবর্ষে পৌঁছে যাবে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার একদা প্রাণকেন্দ্রে পৌরসভা আজ জোট বেঁধে চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং এসইউসি। **চেয়ারম্যান ফরিদা বেগম সেখ এবং ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীর বৈদ্য জানালেন,** 'আমাদের দীর্ঘদিনের ছোট পৌরসভা। এখানে রাস্তাঘাটের প্রচুর সমস্যা রয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। আমাদের পৌরসভার অন্তর্গত কোনও ফায়ার সার্ভিস সেন্টার নেই। পৌরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম দুই দফায় ২৮ লক্ষ টাকা করে এবং ৯৮ লক্ষ টাকা আমাদের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য অনুমোদন করেছেন। আমাদের পৌরসভার আশেপাশে কোনও নদী না থাকায় এখানে মূলত ডিপ টিউবঅয়েলের জল ব্যবহার হয়, ফলে আর্সেনিকের সমস্যা নেই। আমরা জলের জন্য একটা প্রকল্প জমা দিয়েছি। খুব শীঘ্রই সেই প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়ে যাবে এবং আমরা আগামীদিনে এই পৌরসভার অন্তর্গত মানুষদের আরও জল সরবরাহ করতে পারব বলে আশা করছি। এই অঞ্চলে প্রচুর গরিব মানুষের বাস। তাদের জন্য ৬০টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন পেয়ে গিয়েছি। আগামী দিনে পৌরমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন আরও অনেকগুলি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেবেন। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এখানে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন তৈরির। দমকল মন্ত্রী সেই দাবি মেনে নিয়েছেন। খুব শীঘ্রই এখানে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন চালু হবে। এলাকার কাঁচা ড্রেনগুলিকে পাকা করার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছেন। বহু অঞ্চলেই কাজ শুরু হয়েছে, আশা করছি সমগ্র অঞ্চলের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ করতে পারব।' বলাবাহুল্য, অন্যান্য জায়গার মতো তাদেরও বিশেষ নজর রয়েছে স্থানীয় গরিব তথা প্রায় সর্বহারা মানুষদের মাথায় একটি ছাদ তৈরির লক্ষ্যে। ইতিমধ্যেই বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকায় তারা তৈরি করে দিয়েছেন ২২৫টি দু'কামরার আবাস। পাশাপাশি কাজ চলছে এ ধরনের বাড়ি তৈরির। তবে কোথাও কোথাও স্কিম অনুযায়ী পাল্টে যাচ্ছে তার চরিত্র, যদিও মূল ভাবনা হল আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কম খরচে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া।

ফরিদা বেগম সেখ

শতাব্দী প্রাচীন এই পৌরসভায় জলের যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। ইতিমধ্যেই জলের সুষ্ঠু জোগানের জন্য ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টেন্ডার ডাকার কাজ শেষ। শহরে দুটি ওভারহেড রিজার্ভার আর পাঁচটা পাম্প হাউস তৈরির কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায়।

বিভিন্ন ছোট, বড় রাস্তায় বিটুমিন পেতে দেওয়ার জন্য ১৫ লক্ষ টাকার পুঁজিকে সম্বল করে পৌরসভার ইঞ্জিনিয়রদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে অভিনবভাবে শহর গড়ার কাজ। একই সঙ্গে রাস্তা এবং ড্রেনেজ তৈরির জন্য, ১ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সরকারিভাবে স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে ৯৭ লক্ষ টাকার। আর ড্রেন তৈরির কাজে ৫০ লক্ষ টাকার বরাদ্দের মধ্যে ৫৩ লক্ষ টাকার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। আশা করা যায়, মাস দেড়েকের মধ্যে এই ব্যাপারে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। রাস্তার আলো জ্বালানোর দায়িত্ব খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় পৌরসভার ওপরেই বর্তায়। সেই কাজ জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার কাজ সুচারুরূপে করতে মাসিক খরচ হয় দেড় লক্ষ টাকা, যা বহন করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে অফিস বাড়ি ছাড়াও বিয়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার নির্দিষ্ট জায়গার জন্য তাদের আওতার মধ্যে থাকায় তা থেকে কিছু আয় হয়। এছাড়া পৌরসভা এলাকায় ভাড়া নিয়ে তাদের কাজকর্ম চালায় অফিস, ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বিএসএনএল, জীবনবীমা কর্পোরেশন, রাজ্য সরকারের ভূমি রাজস্ব দফতরের একটি অফিস। এইভাবেই খরচ মেটানোর প্রয়াস চালান কর্তৃপক্ষ।

প্রবীর বৈদ্য

জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার কাজের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল, তারা ২০ বেডের একটি মাতৃসদন চালান। এখানে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। প্রয়োজনে প্রসূতি মায়েদের 'সিজার'ও করা হয়।স্থানীয় পৌরসভার সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। এক সময় এখানে ৮০ নম্বর রুটের বাস চলত, যা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। অটো রিকশা, ট্রেকার-স্থানীয় মানুষদের যাতায়াতের ভরসা। ট্রেন পরিষেবা আরও উন্নত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পৌরসভার স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ জন আর অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৫১। স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৮০ শতাংশ অর্থ ভরতুকি হিসেবে দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ কাজ থেকে অবসর নিলে পৌরসভাকে গ্র্যাচুয়িটি বাবদ পুরো টাকাটাই দিতে হয়। স্থানীয় পর্যায়ে আর একটি সমস্যা হল, এখানে কোনও শিল্প নেই। একমাত্র 'মোয়া' তৈরিকেই শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঘটনাচক্রে ক্রমশই খেজুর গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তিত স্থানীয় বিধায়ক তরুণ নস্কর এবং সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। অতি সম্প্রতি কেন খেজুর গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, মোয়া তৈরির ক্ষেত্রে উৎপাদনকারিদের কি কি অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, এই পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, এনিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনাও করা হয়েছে।

স্থানীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১, ৬, ১২, নম্বর ওয়ার্ড এবং পিছিয়ে পড়া ১, ৪, ৬, ১২ নম্বর ওয়ার্ডে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সবসময়ে বিশেষ নজর রাখেন। অন্যান্য ওয়ার্ডের চেয়ে শতকরা ২৪ ভাগ এখানকার জন্য বাড়তি বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভা অঞ্চলটি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। আজ পর্যন্ত এখানে কোনও রাজনৈতিক গণ্ডগোল বা তোলাবাজির ঘটনা ঘটেনি। তবে এখানে কোনও শিল্প না থাকায় এবং সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য নাগরিকেরা পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না, তবে তার জন্য পৌরসভা কোনওভাবেই দায়ী নয়।যানজটের সমস্যা এখানকার নাগরিকদের প্রায়শই বিব্রত করে। তাই স্থানীয় সাধারণ মানুষদের দাবি, অবিলম্বে এখানে একটি বাস স্ট্যান্ড তৈরি করে বাস চালানো হোক। স্থানীয় দু'টি ফুটবল ক্লাব, শান্তি সংঘ এবং মজিলপুর অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং সৃজনী জিমন্যাস্টিক ক্লাবের খ্যাতি বর্তমানে রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। স্থানীয় পৌরসভা এলাকায় ১৯টি প্রাথমিক স্কুল, ৭টি মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং ৪টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এইসব স্কুলের মিড-ডে মিলের খাবার বন্টনের দায়িত্ব রয়েছে স্থানীয় পৌরসভার উপর। স্থানীয় সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সাংসদদের দেওয়া বাড়তি ভাতার টাকা বন্টন করে দেন স্থানীয় স্কুলগুলির ক্লাস নাইন, টেন, ইলেভেন, টুয়েলভ-এর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কলারশিপের মাধ্যমে।

ছবি: অভিমন্যু দাস

সঙ্কটে ডায়মন্ডহারবারের পর্যটন শিল্প

তিনের পাতার পর

পুরসভার মধ্যে একটি বিরোধ রয়েছে।

জলপথে বাণিজ্যের জন্যে ব্রিটিশ ব্যবসায়িরা ডায়মন্ডহারবারে এই কেল্লা তৈরি করেছিল। পুরনো নথিতে এই বন্দর চিংড়িখালির পোর্ট বলে উল্লেখ রয়েছে। এই পুরনো কেল্লার আকর্ষণে ভিড় জমান পর্যটকরা। কিন্তু অবহেলায় পড়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এই কেল্লা। প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে অবাধে কেল্লার বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করে নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। তার ওপর গত কয়েক বছর ধরে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে কেল্লার অনেকখানি অংশ। এখন কয়েকটি কংক্রিটের চাঙর ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। পিকনিক স্পটকে আকর্ষণীয় করে তুলতে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের টাকায় পর্যটকদের জন্য নদীধারে বসার জায়গা, বাতিস্তম্ভ এবং সুলভ শৌচারগার তৈরি করেছিল ডায়মন্ড হারবার পুরসভা। বর্তমানে পিকনিক স্পটগুলির দায়িত্বভার রয়েছে পুরসভা ওপর। সৌন্দর্যায়ন এবং পরিষেবা চালু করা সত্ত্বেও আকর্ষণ হারিয়েছে এখানকার পিকনিক স্পটগুলি। বিশেষ করে সমস্যার মুখে পড়েছেন ছোট ব্যবসায়িরা। ছোট দোকানি আঙুরবালা বিশ্বাস বলেন, চোখের সামনে সব ভেঙে গিয়েছে। এখানে আর সেরকম ভাবে ঘুরতে আসে না পর্যটকেরা। এই ছোট দোকান থেকে সংসার চলত।

মানবজাতি হারাল সংহতির প্রতীককে

তিনের পাতার পর

দক্ষিণ আফ্রিকাই ছিল পৃথিবীর শেষ দেশ যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে গণ্য হতেন। নিজভূমিতে তাঁরা ছিলেন পরবাসী। তাদের বাস করতে হত শহরের মধ্যে ঘেটো নামে নির্দিষ্ট অঞ্চলে। অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিপুত্ররা প্রকৃত নাগরিকের সম্মান পেলেন যে আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে, তার নেতৃত্বের অগ্রদূত ছিলেন ম্যান্ডেলা। ১৯৯৩ সালে তিনি এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। পেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই যুযুধমান রাষ্ট্র থেকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। ১৯৯০-এ তিনি পান ভারত রত্ন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তাঁকে জাতির জনক বলে সম্মান দেওয়া হত। ১৯৯৪-এর ১০ মে থেকে ১৯৯৯-এর ১৪ জুন অবধি তিনি ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু ৫ ডিসেম্বর ২০১৩'তে ৯৫ বৎসরে প্রয়াত হওয়া এই মানুষটিকে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীগণ প্রকৃত সম্মান দিয়েছেন 'জাতির জনক' আখ্যা দিয়ে। ২০০ বছর আগে যে ব্রিটেনের ঔরসজাত সন্তানরাই দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিপুত্রদের ঠেলে দিয়েছিল অমানবিকতার গহ্বরে, আজ সেখানকারই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার স্বীকার করেছেন, তিনি শুধু মহামানবই ছিলেন না, ম্যান্ডেলা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, জাতি বিদ্বেষ শুধু অনৈতিক নয় মানব ইতিহাসের চরম নির্বুদ্ধিতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা হয়ত ১৪ ডিসেম্বর তাঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, ম্যান্ডেলা ছিলেন সত্যিকারের গান্ধীবাদী আত্মা। পৃথিবীতে যখন বিভেদ বাড়ছে তিনি ঐক্য সাধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ভারতের বিজেপি দলের এই মুহূর্তের মুখ নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, অহিংসার শেষ প্রতীককে বিশ্ব হারাল। সার্থকভাবেই দলাইলামা বলেছেন, পৃথিবী হারাল তার সংহতির প্রতীককে।

বিজ্ঞপ্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা সোনারপুর ব্লকের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এক বছরের জন্য গ্রাম রোজগার সেবক পদে নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের চুক্তিবদ্ধ করান হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	পদের নাম	পদের সংখ্যা
বনহুগলী-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
বনহুগলী-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
খেয়াদহ-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
খেয়াদহ-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
সোনারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১

১) শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীকে অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ বিজ্ঞান শাখায় ৫৫% প্রাপ্ত নম্বর।

২) কম্পিউটার বিষয়ক যোগ্যতা: প্রার্থীকে যে কোনো অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ব্যবহারিক বিষয়ে কমপক্ষে ছয় মাসের প্রশিক্ষন উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩) স্থায়ী বাসিন্দা ও বয়স: প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে এবং ভোটের তালিকায় নাম থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছরের কম হতে হবে এবং বাহিরে কাজ করবার জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

উপরিউক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা সাদা কাগজে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সোনারপুর ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগণার নিকট শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রত্যায়িত অনুলিপি সহ আগামী ১২-১২-২০১৩ তারিখের মধ্যে সোনারপুর ব্লক অফিসে জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষর

সমষ্টি উন্নয়নআধিকারিক

সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

2429/SNB/ 4.12.13

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা,৭ ডিসেম্বর - ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩

সিলেবাসের পুনর্মূল্যায়ন জরুরী

পরিবর্তনের বাংলায় আশা ছিল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সঠিক পরিবর্তন আসবে। মা, মাটি, মানুষের সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিলেবাস হবে দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধ ও উন্নত সংস্কৃতির দিক দিশারী। বিদ্যালয়ের নতুন সিলেবাসে যে বাংলার সংস্কৃতি অনেকটা তুলে ধরার প্রয়াস থাকলেও কোথাও কোথাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঘাটতি থেকে গিয়েছে। পশ্চিম বাংলার ইংরাজী মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বাংলামাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিকে কোণঠাসা করে তুলছে, যা আগামী দিনে বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, দরদহীন, বিজাতীয় ভাবনায় পুষ্ট প্রজন্ম উৎপাদনের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ওই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরির 'বাজার'-এ অনেক দামে 'বিকোবে'। গরিব, সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ঘরে ছেলে মেয়েরা অনেক বিষয় সংস্কৃতিমনা, মূল্যবোধযুক্ত হলেও চলতি বাজারে 'অচল' হয়ে থাকবে। রাজ্যের শিক্ষানীতি পরিবর্তনের সময় এসেছে। ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির ওপর গুরুত্বদানের বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

বিদ্যালয় সিলেবাসে কিছুটা 'কর্তাভজা' মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শ ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন ঘটেনি। যদি ঘটত তাহলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাদ পড়তে হত না। বিভিন্ন হাইকোর্টে মামলা চলছে এমন একটি বিতর্কিত বইয়ের অংশ বিশেষ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হত না। পরিবর্তনের বাংলায় যে নতুন সিলেবাস কমিটি তৈরি হয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই অতীতের পাপমুক্ত বিদ্বৎজন, জ্ঞানীগুণীরা ঠাঁই পেয়েছেন। তাঁরা কীভাবে বিস্মৃত হলেন বাংলার অগণিত বিপ্লবী বঙ্গতনয়াদের মুক্তি সংগ্রামের কথা ! ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জে দেড় হাজারের ওপর আজাদী বন্দী সৈনিকদের নির্মমভাবে হত্যা করার ইতিহাস। যেখানে শুধুমাত্র পরিবারতন্ত্রের বেঁধে দেওয়া ছকে সব রাজ্যের পাঠ্যবই হয়, সেখানে বিদেশিদের চোখে দেশকে নয় দেশের মনীষীদের চোখে ভারতবর্ষ, বাংলাকে খুঁজে আনাই পরিবর্তনের ইতিহাসের বইতে কাম্য ছিল, পরিবর্তনের কাণ্ডারীও এমন স্বপ্নই দেখেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী কথিত 'লালীকরণ ও অমিলায়ন' এর বিকল্প ফিকে লাল কিংবা ব্রিটিশ ঘেঁষা পাঠ্যপুস্তক কাম্য নয়। দেশবন্ধু অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র , কবিগুরুর , নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের দেশপ্রেম, বঙ্গপ্রেম যাতে বাংলার বর্তমান ও আগামী দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়ঙ্গম হয়, সহজ-সরল ভাষায় মূল্যবোধ-রুচিবোধ, সাংস্কৃতিক সুস্থ চেতনা গড়ে ওঠে সেদিকে নজর দেওয়া জরুরী। বাংলার মাটিতে প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার সূচনা হবে একমাত্র তখনই।

অমৃতকথা

১৩৯। হিন্দুদের মধ্যে যখন নানা মত প্রচলিত রয়েছে, তখন আমরা কোন মত গ্রহণ করব ?

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ঠাকুর সচ্চিদানন্দ রূপের খেই (মূল) কোথা ? মহাদেব বললেন 'বিশ্বাস।' মতে কিছু আসে যায় না, যিনি যে মতে দীক্ষিত হয়েছেন, বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি তাঁর সাধনা করুন।

১৪০। সমুদ্রে একরকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্বদা হাঁ করে জলের ওপর ভাসে, কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর ওপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরুমন্ত্ররূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।

১৪১। চকমকি পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারবামাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর পড়ে থাকলেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবত কথা হলেই সে উন্মত্ত হয়।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি প্লেন থেকে কলকাতা যেসব বাংলায় হাতে লেখা পোস্টার পড়েছিল তা লিখেছিলেন এই সেনদাদা। আজাদ হিন্দ ফৌজে রেডিওর সংবাদ পাঠক ছিলেন তিনি। শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে শেখানো মিথ্যা কথা বলতে রাজি না হওয়ায় পাননি ভারত সরকারের স্বীকৃতি। রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সহকর্মী আজাদহিন্দ ফৌজের রেডিওতে কাজ করা সেনদাদার গল্পে দিল্লি বাসী সাহিত্যিক *বিকাশ বিশ্বাস* অনেক অকথিত ইতিহাস শোনালেন হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়কে।

জাপানে নেতাজী ও সেনদাদা

গতসংখ্যার পর

জাপানে ভারতীয় দূতাবাসের হুকুম মতো শাহনওয়াজ কমিশনের সামনে শেখানো বুলি আওড়াতে রাজি না হওয়ায় সত্যেন সেন ভারতীয় দূতাবাস ও সরকারের বিষ নজরে এসে পড়লেন। সেই সময় ওঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন, অনেকেই সরকারের বড় বড় পজিশন পেয়েছিলেন, এমনকী ভারতের রাষ্ট্রদূতও হয়েছিলেন। কিন্তু সেনদাদা সেদিন না কাউকে তোয়াজ করতে পেরেছিলেন, না শেখানো বুলি সাক্ষী হিসেবে বলতে চেয়েছিলেন। সে কারণে ওঁকে সাক্ষী হিসেবে ডাকাই হয়নি।

কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস, আজ মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সে ভীষণ সত্য আমাদের সামনে হাজির হল যে, তাইওয়ান-এর তাইপেতে কোনও বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। কী বিরাট মিথ্যার ওপর আমরা এতদিন দাঁড়িয়ে আছি। সেই সত্যটুকু সেনদাদা বলতে চেয়েছিলেন বলেই, তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর আরও দু'বার নেতাজীর অন্তর্ধান কমিশন বসেছিল। কোথাও সেনদাদাকে ডাকা হয়নি।

তবে সেনদাদার মুখে আমি এক অদ্ভুত হাসি দেখেছিলাম সেইদিন। জাপানের পুরনো সৈনিকরা আসবে মণিপুর ইম্ফলে। জেনারেল ফুজওয়ারার তত্ত্বাবধানে পুরনো সৈনিকের দল আসবে ভারতে, যুদ্ধক্ষেত্রে হাড় সংগ্রহ করতে। এটাই জাপানীদের রেওয়াজ। কার হাড় বড় কথা নয়, যুদ্ধে যে জাপানীরা প্রাণ দিয়েছে, তাঁদের যে কোনও হাড় তাঁদের কাছে পবিত্র।

ভারতে আসবার আগে জেনারেল ইশিদা, জেনারেল ফুজিওয়া প্রমুখ প্রায় শ-দেড়েক প্রাক্তন জাপানী সৈনিকের অ্যাসোসিয়েশন নিমন্ত্রণ করেছেন মেজর ধীলনকে সম্মান জানাতে।

সেই অনুষ্ঠানে আমাকে ও সেনদাদাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অধ্যাপক কাজুরো আজুমা ছিলেন ওই অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্তা। আমরা তিনজন এক জায়গায় বসে আছি। মেজর ধীলন জাপানীরা কীভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তাই বলছেন। একজন জাপানী ভাষায় অনুবাদ করছেন। উনি এক জায়গায় বললেন যে, জাপান ও জাপানী আমাদের একান্ত আপনজন।

হঠাৎ একজন জাপানী পূর্বতন সৈনিক রাগে চিৎকার করে উঠল। ফুজিওয়ারা ও আরও কয়েকজন কর্তা ব্যক্তি ছুটে এলেন। অনেক কিছু বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। তখন আমি অতটা জাপানী ভাষা বুঝি না। মেজর ধীলন, বক্তৃতা বন্ধ করে দিলেন। আজুমার মুখ গম্ভীর। সেনদাদার মুখে সেই হাসি।

'জান বিকাশ, ওরা কি বলছে - তোমরা আমাদের এত বন্ধু বলছ, এত আপনজন বলছ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করছ না। এই যে আমরা বলছি নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, তাঁর শেষকৃত্যর ভস্ম আমরা এত যত্ন করে রেনকোজি মন্দিরে রেখে দিয়েছি, সে কথা তোমরা বিশ্বাস করছো না। সে কারণে একের পর এক কমিশন পাঠাচ্ছ। এই তো কয়েক বছর আগে শাহনওয়াজ এসে গেলেন আবার এক দল শুনছি আসছে। তাহলে বল তোমরা কি আমাদের বিশ্বাস কর ?'

তখন খোসলা কমিশন আসবার কথা চলছিল কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে।

সেনদাদা বললেন, 'তাহলে বল বিকাশ, এ মিথ্যেটাকে প্রমাণ করবার এত আপ্রাণ চেষ্টা কেন ?' সেনদাদা বলেছিলেন, যুদ্ধ হয়েছে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা পড়েছে। জাপান আত্মসমর্পণ করেছেন। জেনারেল ম্যাকআর্থার বলছে 'চন্দ্র বোস'-কে

'তাহলে বল বিকাশ, এ মিথ্যেটাকে প্রমাণ করবার এত আপ্রাণ চেষ্টা কেন ?'

আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। জাপানীদের হাতে তখন কোনও রাস্তা নেই। এইটুকু সেনদাদা জেনেছিলেন যে একজন ভারতীয় বড় জেনারেলকে Nigata-তে আনা হয়েছিল। তারপর আর কিছু জানা যায় না। সে সময় এক কোরিয়ান সৈনিক-এর কাছে উনি শুনেছিলেন। সে সৈনিকও আজ নেই, সেনদাদাও আজ নেই। তবে সেনদাদা বলতেন যে, অবশ্যই জাপানের কাছে বিস্তারিত খবর আছে, নেতাজি পরবর্তীতে কোথায় কীভাবে আছেন বা ছিলেন। কারণ জাপানীদের সঙ্গেই তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছে। অতএব শুধু ব্রিটিশ আর রাশিয়া কেন, জাপানকে জিজ্ঞাসা করতে দোষ কি ?

সেই সেনদাদা ৭০-এর দশকে একদিন আমার কাছে এলেন। কোনও সাহায্য নেবেন না। কোথাও কিছু টাকা খাটিয়েছিলেন। সে ঠকিয়েছে। ছেলেরা পড়াশোনা করছে। অনেক ভেবেচিন্তে বললাম, আপনি আমাদের অফিসে কিছুক্ষণ আসুন। কিছু সাহায্য করুন। কিছুটা তো সাহায্য হবে। সেইভাবেই চলছিল। কিন্তু আমার ছেলের পড়াশোনার জন্য আমি ঠিক করলাম জাপান ছেড়ে চলে যাব। ১৯৭৬ সালে চলে আসতে হল। সেনদাদা খুবই দুখি হয়ে গেলেন, বললেন, 'বিকাশ, তুমি চলে যাচ্ছ, আমি আর এখানে আসব না। জানি তুমি আমার সাহায্যের জন্যই, আমাকে আসতে বলেছিলে। তুমি আমার জন্য যেকথা ভাবতে পার, অন্য কেউ ভাবলে আমার খারাপ লাগবে। ভারত সরকারের কাছেই কোনওদিন মাথা নীচু করলাম না। করতে পারলে আজকে হয়ত আমাকে অন্যরকম দেখতে পেতে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে আজ ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে হচ্ছে, যা কোনওদিনই করতাম না।'

সেই শেষ দিন। একান্ত আপন হয়ে এরপর আর কোনও কথা হয়নি।

আমার সামনে দিয়ে একটা ছাতা, ব্যাগ নিয়ে পা টেনে টেনে চলে গেলেন পাতাল রেল ধরতে। আমার মনে হল সেই মানুষটি যে যৌবনের প্রারম্ভে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাবনাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বাল্ব তৈরি শিখতে, গুপ্তি পাড়ার মতন মফস্বল শহর থেকে চলে এসেছিলেন জাপানে, বলেছিলেন, 'জান বিকাশ, আমাদের ঠাকুর্দার মা ওই অঞ্চলের শেষ সতী হয়েছিলেন। আমরা গুপ্তি পাড়ার বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ের মানুষ। সংস্কার আর সংস্কৃতি নিয়েই চলেছি। আর পাঁচজনের মতন সুভাষ বোসকে নিয়ে মিথ্যা রটাতে পারিনি।

জান, আমার জীবনের সব থেকে আনন্দের ও গর্বের দিন হচ্ছে দুটি দিন। যেদিন ভারত স্বাধীন হল। রাসবিহারীবাবু দেখে যেতে পারলেন না। আর সেই দিনটি যেদিন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল জেনারেল তোজো-এর বিচারে রায় দিলেন - 'নট গিল্টি' (দোষী নয়)। সত্যকে ভীষণভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভেবে দেখ, সেই সময়টা যখন পৃথিবীর আঠারোজন বিচারক যেখানে আমেরিকাআর জেনারেল ম্যাকআর্থারকে তোষণ করছে, সেখানে জাস্টিস পাল কি না কোনও কিছুকে তোয়াক্কা না করে রায় দিলেন। একটা সময় এল যখন ডাঃ পাল স্পষ্ট বলেছিলেন, উনি তো আমেরিকার পক্ষে রায় দিতে পারবেন না। জেনারেল তোজো হয়ত যুদ্ধে হেরে গিয়েছে, কিন্তু সে তো যুদ্ধ করেছে তার দেশের জন্য। বহির্শত্রুকে রুখতে। তাহলে সে দেশদ্রোহী কীভাবে হতে পারে ? জেনারেল ম্যাকআর্থার বলেছিলেন যে, উনি সেটা জানেন, এবং সেই কারণেই উনি চান যে ডাঃ পাল তাঁর রায় দেন, যা হবে একদিন ইতিহাস। শুধু কি তাই, জেনারেল তাঁর নিজস্ব এয়ার প্লেন দিয়েছিলেন ওঁকে। দেশে গিয়ে অসুস্থ স্ত্রীকে দেখার জন্য, যাতে করে ডাঃ পাল সময় মতো ফিরে এসে তাঁর সেই পৃথিবী বিখ্যাত রায় 'নট গিল্টি' শোনাতে পারেন। তার পাশে চিন্তা কর তো, পণ্ডিত নেহেরু জানালেন যে ডাঃ পাল রায় দিয়েছেন 'নট গিল্টি' তখন টেলিগ্রাম করেছিলেন এই ভারডিক্ট যেন ডাঃ পাল বদল করেন।

এরপর পনেরো পাতায়

আরও অনেক জয়রমনের এখনই জন্ম হওয়া দরকার

কথায় আছে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভাবাই যায় না, মমতা ব্যানার্জির মতো সৎ মুখ্যমন্ত্রীর আমলে তাঁর অনুগত মানুষজন কি করে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এক আধ কোটি নয়, জানা গিয়েছে দুর্নীতির পরিমাণ ইতিমধ্যে ১০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তহবিলে ছিল ১৮০ কোটি টাকা। এখন সেখানে পড়ে রয়েছে ৩৪ কোটি টাকা। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় শ্মশানে তিনটি বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য টেন্ডার ডেকেছিল। এক একটা চুল্লির জন্য প্রয়োজন ২ কোটি টাকা। অথচ সেক্ষেত্রে খরচ করা হয়েছে ৪৮ কোটি টাকা। জোড়াপানি নদী সংস্কার নিয়ে দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। নদী থেকে প্রতি কিউবিক ফুট মাটি তোলার জন্য ১২৩৯ টাকা হিসেবে দর দিয়েও কোনও কাজের হদিশ পাওয়া যায়নি। অথচ তথাকথিত কাজ চলার সময় দু'দফায় ৮ কোটি টাকা বিল বাবদ মেটাতে হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরে সি.সি.টি.ভি লাগানো নিয়েও প্রায় ৮ কোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই সব মামলায় লেনদেনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রকল্পের প্রাক্তন সিইও তথা বর্তমানে মালদহের জেলাশাসক গোদালা কিরণকুমার।

সমগ্র বিষয়টির তদন্ত করছিলেন শিলিগুড়ির সদ্য প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার কালিয়াপ্পন জয়রমন। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে প্রকাশ, আদ্যন্ত সৎ শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, মালদহের জেলাশাসক কে গ্রেফতার করার আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি জি.এম.পি. রেড্ডির সঙ্গে শুক্রবার সকালেও দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা বলেন। তবে তখন নাকি ডিজি এই ব্যাপারে কোনও সবুজ সংকেত দেননি।

কে. জয়রমন

গোদালা কিরণকুমার

শনিবার ৩০ নভেম্বর, গোদালা কিরণকুমারকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে শিলিগুড়ি পুলিশ। বিচারক তাঁকে ৪ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। এই ঘটনার পর তীব্র আলোড়ন তৈরি হয় প্রশাসনের অন্দরে। আসরে নামেন খোদ রাজ্যের মুখ্য সচিব সঞ্জয় মিত্র। ওই দিন তিনি তড়িঘড়ি সাংবাদিকদের ডেকে বলেন, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার কে. জয়রামন তাঁর এক্তিয়ারের সীমা ছাড়িয়েছেন। তাই তাঁকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে কিরণকুমারের গ্রেফতারের পরে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্যের আই.এ.এস. মহল। তাদের বক্তব্য, তাঁকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

সূত্রের খবর, কিরণকুমারকে গ্রেফতারের অনুমতি চেয়ে গত জুলাই মাসে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের চিঠি লিখেছিলেন কে. জয়রমন। ১৫ দিন আগে আবার তিনি এই আর্জি লিখিতভাবে জানান। কিন্তু কোনও উত্তর আসেনি। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মীকে গ্রেফতারের আগে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই। চার্জশিট পেশের আগে এই অনুমতি নিতে হয়। শেষপর্যন্ত ওপরতলার প্রশাসনের চাপে গ্রেফতারেরর ২৩ ঘণ্টার মধ্যে গোদালা কিরণকুমারকে আবার আদালতে পেশ করে জামিনে মুক্ত করানো হয়। কারণ, কোনও সরকারি কর্মচারি ২৪ ঘণ্টা হাজতবাস করলে নিয়মানুযায়ী তাঁকে সাসপেন্ড করতে হয়।

দুঃখের বিষয়, যত সময় যাচ্ছে, এই দুর্নীতির ঘৃণ্য চেহারাটা ক্রমশই প্রকাশ্যে এসে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই প্রকল্পের চেয়ারম্যানসহ আরও তিনজন সদস্যের কাউকেই গ্রেফতারের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। কিরণকুমারের জামিন পাওয়া প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র আব্দুল মান্নান জানান, তৃণমূলের ছত্রছায়ায় যাঁরা থাকবে, তারা শত অপরাধ করলেও পার পেয়ে যাবে। আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইন মেনে রুখে দাঁড়ালে দময়ন্তী সেন বা জয়রামনের মতো অবস্থা হবে। অন্যদিকে সিপিআই(এম) এই দুর্নীতির প্রকৃত সত্য জানানোর জন্য সি.বি.আই তদন্তের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে।

এই সরকারি কোষাগারের টাকা যখন দুর্নীতির মাধ্যমে গায়েব করে দেওয়া হয়, তখন তার সর্বোচ্চ পদে ছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য। অথরিটির একাধিক অফিসার, ইঞ্জিনিয়র ও দুর্নীতি চক্রের সদস্য ঠিকাদারদের মধ্যেই অনেকেই গ্রেফতার হয়েছেন। উদ্ধারও হয়েছে কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু মূখ্য অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হলেও এতদিন কিরণকুমারকে গ্রেফতার বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

পুজোর আগেই তৎকালীন ডি.জি নপরাজিত মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে কিরণকুমারকে গ্রেফতারের অনুমতি চান জয়রামন। নপরাজিতবাবু ফাইলটি পাঠিয়ে দেন স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে। এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় স্বরাষ্ট্রসচিব ও মুখ্যসচিবের মধ্যে। তারপর তাঁরা চূড়ান্ত অনুমতির জন্য ফাইলটি পাঠিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে। এরপর অবশ্য ফাইলটি সেখানেই থেকে যায়। সবকিছু দেখার পর বারবার মনে হয় কেন এদেশে আরও অনেক জয়রমনের জন্ম হয় না। যে সময় তাবড় পুলিশ অফিসারেরা তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পুরোপুরি নিজেদের সমর্পণ করে থাকেন তখন সেখানে প্রায় ধুমকেতুর মতো উদয় হন উপেন বিশ্বাস, জয়রমনের মতো পুলিশ অফিসারেরা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'উই লিভ ইন ডিডস্, নট ইন ইয়ারস্।' আর তিনি একথাও বলেছেন, প্রকৃত বীরের কোনওদিন মৃত্যু হয় না। তাই আমরা আন্তরিকভাবে চাইব, জয়রমনের মতো মানুষেরা দায়িত্ব নিন এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের।

কাঠগড়ায় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আইনজীবীও ফেসবুকে অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছিলেন। তবে তাঁরা প্রথমে কেউই অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয় অভিযোগকারী ফেসবুকে লিখেছিলেন, আমার সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। তবে ওই বিচারপতি আমায় কথা দিয়েছিলেন, আর কোনওদিন কোনও মহিলার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন না। ওই মহিলা আইনজীবীর অভিযোগ ছিল, আরও তিন মহিলাকে ওই বিচারপতি যৌন নিগ্রহ করেছেন। তখনও অশোকবাবুর নাম প্রকাশ্যে আসেনি। এবিষয়ে অশোকবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বলেন, আমার কোনও ধারণা নেই কেন কেউ একথা বলছেন। ইতিমধ্যেই মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। এই অবস্থায় জনৈক শিক্ষানবিশ আইনজীবীর আনা যৌন হেনস্থার ঘটনা নিয়ে তার ওপর কমিশন থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য প্রবল রাজনৈতিক চাপ শুরু হয়ে গিয়েছে।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে আনা যৌন হেনস্থার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জানিয়েছেন, আমি নির্দোষ। অভিযোগটি আদৌ সত্যি নয়। আগেও বলেছি আমি ষড়যন্ত্রের শিকার। তাই কমিশন থেকে আমার পদত্যাগের কথা উঠছে কেন? কিন্তু শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নৈতিকতা থাকলে ওঁর অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়া উচিত। বিশেষত, ওঁর বিরুদ্ধে যখন এত মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, যে সময়ে অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রকাশ্যে আনেন, সেই সময় অন্য এক মহিলা

গোপন জবানবন্দি দিতে পারলেন না কুণাল

সারদা কাণ্ডে বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দিতে পারলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড সদস্য কুণাল ঘোষ। তাঁর আইনজীবী সৌম্যজিৎ রাহা বিধাননগর আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট স্বাতী মুখোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানিয়ে বলেন, ২৯ নভেম্বর তাঁর মক্কেলকে আদালতে তোলা হলে বিচারক গোপন জবানবন্দির আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মক্কেল যাতে গোপন জবানবন্দি দিতে না পারেন, সেজন্য পুলিশ তাঁকে অন্য একটি মামলায় হাওড়া আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে, যা আদালত অবমাননার সমান। তিনি বলেন, আইনানুযায়ী একজন অভিযুক্ত যখন গোপন জবানবন্দি দিতে চান, তখন পুলিশ তাঁকে তাদের হেপাজতে নিতে পারে না। বিধাননগর আদালতের বিচারক অবশ্য জানান, হাওড়া আদালতের কোনও নির্দেশের কথা তাদের কাছে পেশ করা হয়নি। এমনকী এ বিষয়ে তাদের কোনও অনুমতিও নেওয়া হয়নি। সরকারি আইনজীবী জানান, তদন্তকারী সংস্থা বা তদন্তকারী অফিস ছাড়া কেউ গোপন জবানবন্দির জন্য আবেদন করতে পারেন না। অন্যদিকে কুণাল ঘোষের আইনজীবী

বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নিয়মানুযায়ী গোপন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য যে কেউ আবেদন করতে পারেন। আর আদালত তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর করার পর অন্য একটি মামলায় পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নিতে তা অবশ্যই আদালত অবমাননার সামিল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

■*নারদ গায়েন*

জেলায় জেলায় সাংবাদিক চাই

যোগাযোগ : আলিপুর বার্তা, ৫৭/১ এ, চেতলা রোড, কলকাতা- ৭০০০২৭

ই-মেল : alipur_barta@yahoo.co.in

অন্য রাজ্য

ভাগলপুরে অশোক কুমার

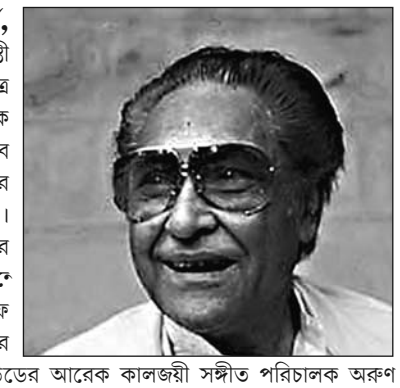

সুপ্রিয় মুখার্জি, ভাগলপুর : কিংবদন্তী হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা অশোক কুমারের শৈশব কেটেছে ভাগলপুরের মামার বাড়িতে। ভাগলপুর রাজবাড়ির সদস্য শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে শানুবাবু ছিলেন তাঁর নিজের মামা। বলিউডের আরেক কালজয়ী সঙ্গীত পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই। ভাগলপুরের সিএমএস বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন অশোক কুমার। স্কুল ছাড়ার পর কয়েক বছর নিজের মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া শহরে ফিরে যান। এখানে তিনি বেশকিছু নাটক ও যাত্রায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অনেকেই কিন্তু জানেন না শুধু মামাবাড়িই নয়, ভাগলপুরের ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়িও। এই অঞ্চলের বাসিন্দা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র মেয়ে শোভাদেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অশোক কুমারের। তাঁর ছোট শ্যালক চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই সময়কার বোম্বে চলচ্চিত্র জগতের নামজাদা ব্যক্তিত্ব। অরুণ মুখোপাধ্যায় ও চুনীলাল বাবু অশোককুমারকে 'দাদামনি' বলে ডাকতেন। সেই থেকে বলিউডের 'দাদামনি' হয়ে উঠলেন অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

এজেন্ট চাই

জেলায় জেলায় যাঁরা আলিপুর বার্তার এজেন্ট হতে চান সত্বর যোগাযোগ করুন পত্রিকার দপ্তরে। ফোন করুন **এই নাম্বারে** ঃ **মোঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫**

গ্রাহক হোন

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্বর যোগাযোগ করুন পত্রিকার দপ্তরে। **মোঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫**

অবদমিত স্মৃতি থেকে হিস্টিরিয়া হয়

ডঃ অমিত চক্রবর্তী

হিস্টিরিয়া নিউরোসিস পর্যায়ের অসুখ। হিস্টিরিয়া রোগের নামকরণ করেছিলেন হিপোক্রেটিস। তাঁর ধারণা ছিল যে, এ রোগে কেবল মেয়েরাই আক্রান্ত হয়। তিনি মনে করতেন, হিস্টিরিয়া রোগে মেয়েদের জরায়ু, গ্রীক ভাষায় যাকে বলে 'হিস্টিরস' তার নিজস্ব জায়গা ছেড়ে সমস্ত শরীরে ঘুরে বেড়ায়। শরীরের যে জায়গায় জরায়ু গিয়ে উপস্থিত হয়,সেই জায়গা অনুসারে রোগের লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, এই ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। আয়ুর্বেদের নিদান গ্রন্থে বলা হয়েছে, -'চোরের উৎপীড়নে রাজপুরুষের নিগ্রহে কিংবা কোন ব্যক্তি দ্বারা ত্রাসের সঞ্চার হলে, ধনসম্পত্তি সব ক্ষয় হলে, অভিলাষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি ঘটলে এবং রমণস্পৃহার পূর্ণতা না হলে একপ্রকার উন্মাদ রোগ হয়।' সে কখনও গান করে, কখন হাসে কিংবা কাঁদে, অদ্ভুতরকম কথা বলে, কখনও দৌড়ে পালায়। সম্ভবত এখানে হিস্টিরিয়া রোগের কথাই বলা হয়েছে। আমাদের দেশে অজ্ঞ লোকেরা এখনও এই রোগকে ভূত অথবা ভগবানের ভর হিসেবে মনে করে। মনের অসুখের চিকিৎসার বদলে ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁড় করার ফলে রোগীর উপকার তো হয়ই না উল্টে অবস্থার অবনতি হয়ে থাকে।

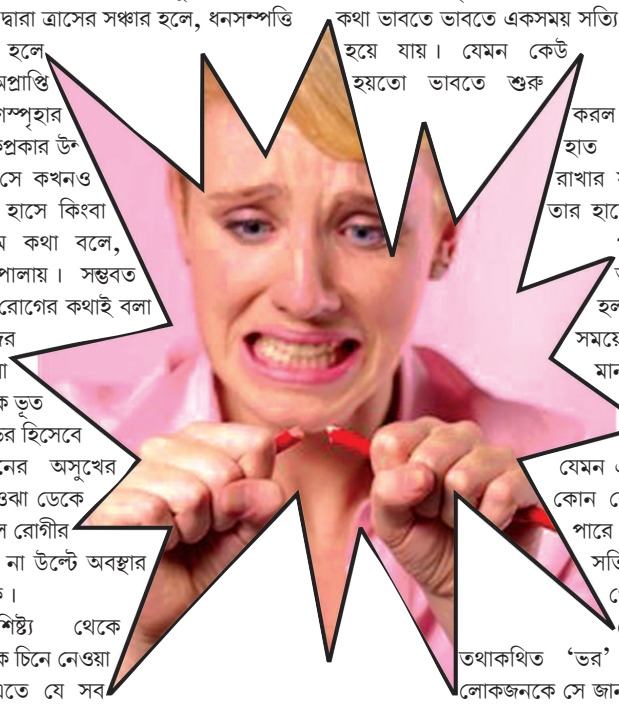

চারটি বৈশিষ্ট্য থেকে হিস্টিরিয়া রোগটিকে চিনে নেওয়া যায়। প্রথমত, এতে যে সব রোগলক্ষণ দেখা দেয় তার কোন শারীরিক ভিত্তি থাকে না। ফলে এ রোগের লক্ষণ হিসেবে পক্ষাঘাত থেকে শুরু করে হার্টের অসুখ ফিট বা তড়কা যাই হোক না কেন, সেটা পুরোটাই নকল-তাকে একরকম অভিনয় বলা চলে। তবে অভিনয়টা সজ্ঞানে হয়। এ রোগের রোগীর কোন শারীরিক কষ্ট থাকে না। আসলে রোগী যে কষ্ট রায় তার প্রায় সবটাই মনগড়া। এ রোগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল,উপসর্গগুলি নিয়ে রোগীর দিক থেকে বাড়াবাড়ি চেষ্টা। হয়তো সামান্য মাথাব্যথা করছে, অন্যের সহানুভূতি পাওয়ার আশায় শারীরিক কষ্টাকে বহুগুণ বড় করে দেখায় রোগী। ওষুধ খেয়ে অসুখটা সেরে যাবার পরও রোগী বলে বেড়ায় যে তার অসুখ আদৌ সারেনি। বরং সে অন্যের কাছ থেকে সহানুভতি পাবার আশা করে।

হিস্টিরিয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শারীরিক বৈকল্যের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় সত্যি সত্যি তার শিকার হয়ে যায়। যেমন কেউ হয়তো ভাবতে শুরু করল যে তার একটা হাত অকেজো করে রাখার ফলে সত্যি সত্যি তার হাতের জোর কমতে পারে। এ রোগের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, এতে সময়ে সময়ে সাংঘাতিক সব মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন এই ধরনের কোন কোন রোগীর মনে হতে পারে যে সে যেন সত্যি সত্যি ভগবানের কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়েছে এবং তথাকথিত 'ভর' এর সময় তা লোকজনকে সে জানাতে পারে।

হিস্টিরিয়ার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল অবদমিত স্মৃতি থেকে হিস্টিরিয়ার রোগের জন্ম। এরোগে যে সব রোগলক্ষণ প্রকাশ করে তা তার ইচ্ছাকৃত, কিন্তু সেই ইচ্ছেটা সচেতন বা নির্জন মনে তৈরি হয়, সেটা তার চেতন বা সজ্ঞান মনকে আবিষ্ট বা হিপনোটাইজ করে তাকে দিয়ে ক্রীতদাসের মতো সব কান্ডকারখানা ঘটায়। হিস্টিরিয়ার রোগীরা সকলেই ভালবাসার কাঙাল। এরা যা নয় তাই

হিস্টিরিয়ার রোগীরা সকলেই ভালবাসার কাঙাল। এরা যা নয় তাই হিসেবে নিজেদের দেখাতে চায়, অন্যের সামনে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলে।

হিসেবে নিজেদের দেখাতে চায়, অন্যের সামনে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলে। এদের মধ্যে যৌন আকাঙ্খা সাধারণের তুলনায় বেশি। এরা অনেক সময় বেশ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হয়। এরা স্পর্শকাতর। জীবনে বেশির ভাগ দায় দায়িত্ব এবং অপ্রিয় বাস্তবকে এড়িয়ে চলে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। হিস্টিরিয়ার রোগীরা অন্যকে অনুকরণ করতে ভালবাসে। এর ফলে এরা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এই কারণেই এদের সারিয়ে তোলা সহজ। এ রোগের চিকিৎসার প্রধান ব্যাপারই হল রোগীকে গুরুত্ব না দেওয়া। তবে তার আগে রোগী যে সত্যিই হিস্টিরিয়ায় ভুগছে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। এদের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপটা ধরতে পারলে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সারিয়ে তোলা মোটেই কঠিন নয়।

অনুলিখিত

কামনার অবদমন থেকে সৃষ্টি হয় মনের রোগ

ডঃ নীলাঞ্জনা সান্যাল

একজন নারী ও পুরুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যৌন প্রক্রিয়া বা সেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া বা বংশবৃদ্ধি ঘটান নয়। যৌনতার মূলে রয়েছে সুখলাভের প্রবৃত্তি। নারী-পুরুষ যার জন্য কাতর।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের সমাজে সেক্স বিষয়ে এখনও নাবালক। সহজাত প্রবৃত্তিটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। ছোট থেকে এই বিষয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অহেতুক পাপ-অপরাধ-অন্যায় ইত্যাদি শব্দগুলি সেঁটে দেওয়া হয়। মনটাকে বিষাক্ত করে তোলা হয়। ফলে পরবর্তীকালে দাম্পত্যজীবনে এর প্রভাব পড়ে। অবদমিত যৌন কামনা কিংবা যৌন ভীতি থেকে দেখা দেয় নানা ধরনের মনের রোগ। বলাবাহুল্য এ ধরনের মনের রোগির সংখ্যা এখন বেড়ে চলেছে।

শারীরিক সম্পর্কের কুয়াশা ঘিরে কী ধরনের সমস্যা দেখা যায় কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক।

সব বাসে-ট্রামে-ট্রেনে উঠলেই দেখা যায় এক শ্রেণির লোক ঠিক লেডিস সিটের ধারে গিয়ে দাঁড়ান। একেবারে মহিলাদের শরীরের স্পর্শে নিজেদের শারীরিক উত্তেজনা মেটান। যতক্ষণ না কামনা মিটছে ততক্ষণই মেয়েদের অসুবিধা সৃষ্টি করেন। সাধারণত মাঝবয়সী পুরুষদের প্রবণতা দেখা যায়। এটা একটা মনের রোগ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্বাভাবিক না হলে কিংবা পুরুষটির অতিরিক্ত যৌনকামনা থাকলে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এই রোগীরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা কথা-মনো -বিশ্লেষককে জানান।

পুরুষদের মতো মেয়েদেরও মনের গহনে অনেক কামনা লুকিয়ে থাকে। অনেক মেয়ের শারীরিক চাহিদা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকে। একই পুরুষ বা শুধুমাত্র স্বামীর সঙ্গে মিলনের তার তৃপ্তি হয় না। বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কোন ছেলে দেখলেই তার প্রতি আকর্ষিত বোধ করেন এবং মিলনকামী হয়ে পড়ে। এই ধরনের মানসিক পর্যায়কে মনস্তত্ত্বের ভাষায় 'নিমফোমেনিয়া' বলা হয়। এরকম মেয়েদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এইসব মেয়েদের পূর্বে কোন যৌন স্মৃতি আছে যা তাঁকে তাড়া করে যাচ্ছে।

অনেক মেয়ে চান যে তিনি তাঁর স্বামীর জীবনে একমাত্র নারী হয়ে থাকবেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর এই কারণে নিজের বোন বা ননদকেও সহ্য করতে পারেন না। স্বামী অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই তাঁরা অবৈধ সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা ভেবে নেন। মেয়েদের এই মানসিক অবস্থা 'প্যারানয়েড স্টেট অব মাইন্ড' বলা হয়। ফ্রয়েড মেয়েদের মানসিক ব্যক্তিত্বের এই বিকৃতিকে 'সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট ডিফেক্ট' বলে চিহ্নিত করেছেন।

অনেক পুরুষ আবার স্ত্রীর সম্পর্কে অভিযোগ করেন পুরুষ আবার স্ত্রীর সম্পর্কে অভিযোগ করেন তার স্ত্রী অতিরিক্ত কামিনা। সব সময়ে স্বামীর সঙ্গে সেক্স করতে ভালবাসেন। অনেক মেয়ে স্বামীকে 'সেক্সি ম্যান' হিসেবে পেতে চান। তিনি তাঁর স্বামীর মধ্যে যৌন আবেদন ফুটে উঠেছে দেখতে চান। এই ধারনা সার্থক না হলে স্ত্রী এক ধরনের হতাশায় ভোগেন। মেয়েদের এই মানসিক অবস্থাকে বলা হয় 'সিভিয়র ডিপ্রেসন'।

মেয়েদের শারীরিক চাহিদা খুব বেশি দেখা দেয় সাধারণত ৩৫-৪৫ বয়সে। এই সময়ের পর থেকে মেয়েদের শরীরের হরমোন নিঃসরণ কমতে থাকে আর সেই সঙ্গে হ্রাস পায় কামনার তীব্রতা। মেনোপোজের পরেও মেয়েদের মনে এক ধরনের ঝড় উঠে। আসলে প্রতিটি মেয়ে-পুরুষের মনে স্বামী বা স্ত্রী সম্পর্কে একটা কল্পনা -স্বপ্ন -দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা থাকে। সেই স্বপ্ন পূরণ না হলে মানসিক রোগ দেখা দেয়।স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যদি কেউ শারীরিক দিক থেকে অক্ষম হন যদি দুজনে দুজনের যৌন প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। আবার যদি দু'জনে দু'জনার পছন্দমত না হন, হয়তো স্ত্রীকে দেখতে খারাপ,

এরপর নয়ের পাতায়

ট্যাটু এখন সর্বজনীন: কিন্তু তুলতে গেলেই বিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছুদিন আগেও ট্যাটু দেখা যেত শুধুমাত্র নামি মডেল অথবা অভিনেতা অভিনেত্রীদের শরীরে। তারপর দেখা গেল খেলোয়াড়রাও দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন হাতে-ঘাড়ে-পায়ে ট্যাটু করে। কিন্তু এখন দেখবেন পাশের বাড়ির ছেলেটি বা মেয়েটিও ট্যাটু করে ঘুরছে। মজার ব্যাপার হল এই ট্যাটু কিন্তু খুব একটা আধুনিক ব্যাপার নয়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন উপজাতি তাদের জাতিগত প্রতীক রূপে এই ট্যাটু ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুপ্ত সংস্থার কর্মীরাও সদস্য প্রতীক হিসেবে অঙ্গের বিশেষ স্থানে ট্যাটু করত। তখন একে ভারতে বলা হত উল্কি। বিশেষ ধরনের কালি ও রং ব্যবহার করে এই উল্কি বা ট্যাটু ফুটিয়ে তোলা হয় ত্বকের উপর। এর জন রয়েছে বৈচিত্রময় সূচ ও সোডস। যে নক্সা বা ছবিটি শরীরে ট্যাটু

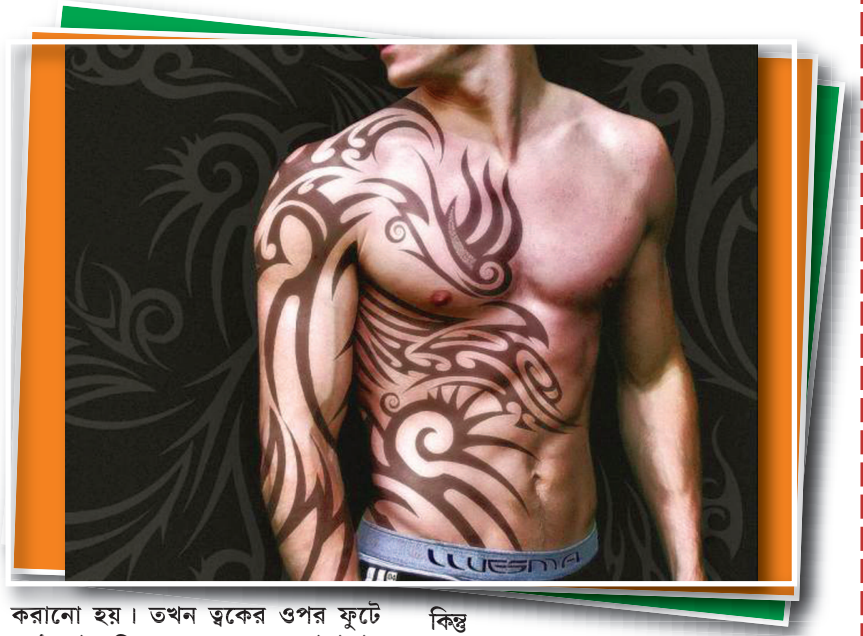

করানো হয়। তখন ত্বকের ওপর ফুটে ওঠে সেই ছবি। নানা ধরনের রং এই ট্যাটুতে ব্যবহার করা হয়। রং-এর বাহার আনার জন্য কালো, হলুদ, লাল, সবুজ, নৌনীল রং ব্যবহার বেশি করা হয়। তারপর এমন মানুষও আছেন যাঁরা আবার সাদা রং ব্যবহার করেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ত্বকের সমস্যা থাকলে ট্যাটু থেকে এলার্জি হওয়াটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। তাছাড়া হরেক ধরনের রোগ হতে পারে ট্যাটু থেকে।

আগেকার দিনে উল্কির দাগ তোলা ছিল অনেক সহজ ব্যাপার। কিন্তু এখন যে ধরনের ট্যাটু করা হয় তার রং ত্বকের ভিতরে ডারমিস স্তর অবধি থেকে যায়। তার ওপর ভারতীয়দের ত্বকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে শ্বেতাঙ্গদের মতো আমাদের ত্বকে ট্যাটু কখনই পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব নয়। লেসারের মাধ্যমে ত্বকের ভিতরের কোষ থেকে ট্যাটুর কালি বের করে আনা হয়।

কিন্তু আজকের ট্যাটুচিত্রে যে সমস্ত রং ব্যবহার করা হয় তা মুছতে রীতিমতো কষ্ট হয়। বিশেষত, ট্যাটু যদি এক বছরের পুরনো হয়। প্রত্যেকটি রংই ত্বকের একএকটি স্তরে অবস্থান করে। একটা অবশ্য সুবিধা আছে তা হল লেজার ব্যবহারের মাধ্যমে ছোট ছোট দাগও তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু কালো বা নীল রংয়ের মতো হলুদ বা সবুজ রং ত্বক থেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেওয়া যায় না। তাছাড়া লেজার রশ্মির প্রভাবে চামড়ায় কালো দাগ হয়ে যেতে পারে। আরও মনে রাখতে হবে, ত্বকের আসল রং যে ফিরে পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ট্যাটু তোলার পর সেই জায়গায় আবার ট্যাটু করা সম্ভব হয় না।

> কিন্তু কালো বা নীল রংয়ের মতো হলুদ বা সবুজ রং ত্বক থেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেওয়া যায় না। তাছাড়া লেজার রশ্মির প্রভাবে চামড়ায় কালো দাগ হয়ে যেতে পারে।

কামনার অবদমন থেকে সৃষ্টি হয় মনের রোগ

নয়ের পাতার পর

কালো কিংবা উল্টে স্বামীর অজস্র খুঁত। সে সব ক্ষেত্রেও অসুবিধা হতে পারে।

বয়োঃসন্ধিকালে অর্থাৎ ১৫-১৬ বছর বয়সের কিশোরদের স্কুল পালিয়ে পতিতালয়ে যেতে দেখা যায়। প্রথম দিকে থাকে কৌতূহল। পরবর্তীকালে হয়ে উঠে 'অ্যাডিকসান'। আমাদের ধারণা ছিল- মধ্যবয়সী বিপত্নীকরাই বেশি যায় পতিতালয়ে। কিন্তু সম্প্রতি এক সমীক্ষার জানা গিয়েছে স্কুলগুলো ছুটি থাকলে যৌনকর্মীদের খদ্দের সংখ্যা কম থাকে।

আবার ছোটবেলায় কোন মেয়ে যদি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, বয়স্করা কোন মেয়েকে জোর করে যৌনক্রিয়াতে বাধ্য করে কিংবা ধর্ষণ করে তহে মেয়েটি বড় হয়ে পুরুষ সম্পর্কে ঘৃণা ও সেক্স সম্পর্কে অপরাধবোধ জন্মাকে পারে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই জাতীয় ঘটনাকে সেক্স অ্যাবাউস চাইল্ড বলা হয়। আগে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে যৌন ক্রিয়া যেমন সমকামিতা (হোমো সেক্সুয়ালিটি), অন্যের মিলনদশা দেখে সন্তুষ্টি বা দর্শনকাম (স্কোপটোফিলিয়া), পায়ুমেহন (সোডোমি) ইত্যাদিকে যৌনবিকার (সেক্সুয়াল পারভারসন) বলা হত। আজকের মনোবিজ্ঞানে 'বিকার' বলে কিছু নেই। অন্যের ক্ষতি না করে যে কোন উপায়ে যৌন প্রক্রিয়াই স্বাভাবিক। সাইকো থেরাপি-বয়োবিহেভিরাল থেরাপির মাধ্যমে এইসব রোগীদের সুস্থ করা হয়।

■*দুই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে মনোরোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দুটি লিখেছেন অভিমন্যু দাস*

শীতের সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে

থোড়ের চপ

কি চাই: কুচনো থোড় ৫ কাপ, নারকেল কোরা হাফ কাপ, নুন পরিমাণ মতো, চিংড়ি হাফ কাপ, চিনি ১ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২টি, পিয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, সর্ষে গুড়ো ১ চা চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, গরম মশলার গুঁড়ো ১ চা চামচ, ময়দা হাফ কাপ, সাদা তেল ভাজার জন্য।

কীভাবে: থোড় কুচি কুচি করে কেটে নিন। ভাল করে থোড়ের সুতোর মতো আঁশ ছাড়িয়ে বাদ দিন। নুন ও হলুদ গোলা জলে ভিজিয়ে রাখুন। ভাল করে চটকে জল নিংড়ে ফেলে দিন। এবার নুন, গরম মশলা গুঁড়ো ও ময়দা থোড়ের সঙ্গে ভাল করে মেখে রেখে দিন। কড়াতে ঘি অথবা তেল দিয়ে পেঁয়াজ, রশুন বাটা নারকেল কোরা দিয়ে কষুন। চিংড়ি মাছে নুন, হলুদ মেখে মশলার ওপরে ছাড়ুন। সামান্য চিনি দিন। ভাল করে নাড়ুন। পুরো জিনিসটা দলা মতো হয়ে এলে সরষে গুঁড়ো ছিটিয়ে নামিয়ে নিন। এবারে থোড়ের মন্ড থেকে কিছুটা করে নিয়ে ভেতরে নারকেল চিংড়ির পুর ভরে চপের আকারে গড়ে খুব গরম তেলে ভেজে নিন ও গরম গরম পরিবেশন করুন।

গাঠি কচুর বড়া

কি চাই: গাঠি কচু ২৫০ গ্রাম, চাল ১ কাপ, কালো জিরে হাফ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ৪টি, তেল ১০০ গ্রাম, নুন স্বাদ অনুযায়ী।

রান্নাঘরে: কচুগুলি ছাল ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিন। শিলে থেঁতো করুন বা গ্রেটার দিয়ে কুচিয়ে নিন। চাল ভিজিয়ে বেটে নিন। কচু, চালবাটা, নুন, কালো জিরে ও কাঁচালঙ্কা কুচি মিশিয়ে ছোট বড়ার আকারে তৈরি করে ভেজে নিন।

বাস্তুশাস্ত্র

প্রঃ অফিসে দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিরা কোথায়, কীভাবে বসে কাজ করবেন?

শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকনগর হাবড়া।

উঃ মাঝের থাকের অফিসারদের বসার জায়গা হওয়া উচিত উত্তর এবং পূর্বদিকে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, অফিসের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি সবসময় পরিষ্কার রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সেখানে ঈশ্বরের ছবি বা মূর্তি এবং কোনও শিল্পকলার নিদর্শন রাখা যেতে পারে। বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বদিকটি অগ্নিকোণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এখান থেকে উত্তাপ তৈরি হয়। তাই এই এলাকা জেনারেটর, ইনভার্টার, ইলেকট্রিক মিটার, মূল পাওয়ার সুইচ, কম্প্যুউটারের সার্ভার এমনকী অফিসের প্যান্ট্রি রাখা যেতে পারে।

এইসব নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

অর্থনীতি

আর্থিক বৃদ্ধি সামান্য বাড়লেও কপালে চিন্তার ভাঁজ কংগ্রেস নেতৃত্বের

অনিমেষ সাহা

কেমন একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়েই কেটে যেতে চাইছে দেশের আর্থিক অবস্থা। তাই, চলতি বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের আর্থিক বৃদ্ধির হাত ৪.৮ শতাংশ পৌঁছে যাওয়ায় অর্থমন্ত্রী হাঁফ ছেড়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এভাবে তো আর নিজেদের ভুলগুলোকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলা যায় না। তাই এপ্রিল থেকে জুনের ৪.৪ শতাংশের আর্থিক বৃদ্ধির যার থেকে কিছুটা উপরে গিয়ে নিজেদের মুখ লোকানোর জায়গা তৈরি করলেও ৫ শতাংশের নিচে থাকা আর্থিক বৃদ্ধি কিন্তু খুব একটা খুশির কথা নয় তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দেশের ফিসকল ঘাটতির যে অঙ্কটা ধরা হয়েছিল তারও ৮৪ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ায় সরকারও কিছুটা ভাবতে বসছে যে সত্যিই কোন পথে যাবে আগামী দিনের ভারতীয় অর্থনীতি।

তবে আপাতত ৪.৮ শতাংশ দেখিয়ে উল্লাসের যে চিহ্ন অর্থমন্ত্রকের ঘরে দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু যে কোন মুহূর্তেই মিলিয়ে যেতে পারে, বিদ্যুৎ (৭.৭ শতাংশ), নির্মাণ ক্ষেত্র (৪.৩ শতাংশ) আর্থিক পরিষেবা (১০ শতাংশ) ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে যেভাবে এ যাত্রার রক্ষা পেয়েছে তা আগামী দিনে কতটা পথ দেখাবে সেটা অবশ্য ভেবে দেখার বিষয়। তবে অর্থনীতি বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, চাহিদা কমে যাওয়ায়। বেসরকারি ক্ষেত্রে এই পরিমাণটা ২.১৬ শতাংশ গিয়ে পৌঁচেছে যা গতবার ছিল ২.৫১ শতাংশ।

তবে আর্থিক ঘাটতির যে লক্ষ্যমাত্রা তা যদি এখনই যদি ঠিক না করা যায় তবে কিন্তু এই উন্নয়নের হার পরবর্তী দিনে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে সেটাই চিন্তার বিষয়। কারণ গতবছর এপ্রিল থেকে অক্টোবরে আর্থিক ঘাটতি সেই বছরের লক্ষ্যমাত্রার ৭১.৬ শতাংশ পূরণ করেছিল এবার কিন্তু তা ছাড়িয়ে গেছে। যেভাবে জ্বালানি খরচ বেড়েছে তাতে এই আর্থিক বছরে বাকি সময়ে ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রার বেশি চলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

> **রামরথের চাকায় যে এবার বিকাশের মোড়ক পরানো হয়েছে তা অবশ্য আর কেউ না বুঝুক ম্যাডাম সোনিয়া ভাল মতোই বুঝতে পারছেন।**

অর্থসচিব মায়ারাম মনে করেছেন অনেকেই এবছর বৃদ্ধির হার সেরকম হবে না বলেই আশা করেছিলেন। কিন্তু এটা খুবই আশাব্যঞ্জক যে চাপের মুখে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে সি.আই.আই এর ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিত বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যদি চতুর্থ ত্রৈমাসিক আর্থিক বৃদ্ধি যদি ৫ শতাংশের ওপরে না পৌঁছায় তা কিন্তু খুব একটা আশাব্যঞ্জক হবে না।

পি চিদাম্বরম

অ্যাসোচেমের সভাপতি রানা কাপুর মনে করেন আগামী দিনে মান এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে আরও বেশি জোর দেওয়ায় প্রয়োজন রয়েছে।

তবে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে কিন্তু এই সমস্ত কিছুতেই নজরে থাকবে। ২০১০-১১ সালের প্রথম আর্থিকবর্ষে ৮.৫ শতাংশের উন্নয়নের হার থেকে এই ৪.৮ হারে পৌঁছে যাওয়া খুব একটা ইতিবাচক সংকেত বলে মনে হয় না। নরেন্দ্র মোদী যেভাবে গুজরাটের উন্নয়ন মডেলকে সামনে রেখে প্রচারে নেমেছেন।

তাতে অর্থনীতি যে এবারের ভোটে খুব প্রাধান্য পাবে যে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেভাবেই হোক না রামরথের চাকায় যে এবার বিকাশের মোড়ক পরানো হয়েছে তা অবশ্য আর কেউ না বুঝুক ম্যাডাম সোনিয়া ভাল মতোই বুঝতে পারছেন। তাই দেশের আর্থিক বিকাশের সূচক যদি ভাল না হয় তাহলে কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে প্রতিকূল স্রোতের মুখোমুখী হতেই হবে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঝঞ্ঝা কিন্তু এখনও চলছে সারা দেশ জুড়ে তাই অর্থসচিব বা অর্থমন্ত্রী যে যাই বলুক জনগণের অধিকার প্রয়োগের দিকে একটু সংশয়েই থাকবে কংগ্রেস।

ধর্ম

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

গত সংখ্যার পর

আর কোনও মিঞার কাছে যাইব না। গাজীপুর থেকে বিবেকানন্দ লিখলেন, এখন সিদ্ধান্ত এই যে-রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে ইটস সিম্প্যাথি বদ্ধজীবনের জন্য-এজগতে আর নাই... তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই-আমার লাখ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন-এত ভালোবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে ভগবান রক্ষা করো, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছ কেহই উত্তর দেয় নাই-কিন্তু এই অদ্ভূত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন,নিজে অন্তর্যামিক গুণে আমায় সকল বেদনা জানিয়ে নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়-যদি এখনো তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপার দয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। আমার সকল মঙ্গল এ জগতে কেবল যাঁহাকে এহেতুক দয়াসিন্ধু দেখিয়াছি তিনিই করুন।

তোমাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর যেমন খুশি। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না। বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে নাইতে যায়। তখন শত ডাকাডাকি করলেও ফেরে না। ঠাকুর বললেন, পদে যদি নির্ভর থাকে তা হলেই হল। তাই বলে চুপ করে থাকলে চলবে কি? ডাকতে হবে, কাজ করতে হবে। উকিল সওয়াল শেষ করে শেষে বলে, আমি যা বলার বললাম,এবার হাকিমের হাত। হরিরাম দর্শন করতে এসেছেন ঠাকুরকে। তুমি কি করগা-জিজ্ঞেস করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। হরিবাবুর হয়ে উত্তর দিলেন মাস্টার, এর অনেকদিন পত্নী বিয়োগ হয়েছে। প্রায় এগারো বছর। একরকম কিছুই করেন না। তবে বাপ-মা ভগ্নীর সেবা করেন।

হেসে ফেললেন ঠাকুর। বললেন সে কিগো, তুমি তাহলে সেই কুমড়োকাটা বড় ঠাকুর। না সংসারী না হরিভক্ত। এ কেমন তরো কথা? অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, শুধু কাজ করলে হবে না, কাজের সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন কাজ করছি, কিসের জন্য কাজ করছি, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। কর্ম করতে করতেই মনের ময়লা কেটে যাবে। আর মনের ময়লা কাটলেই দেহ হবে পরিশুদ্ধ।

একদিন কথা হচ্ছিল বলরাম মন্দিরে। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষকে বললেন, তুমি একবার লরেনের সঙ্গে বিচার করে দেখ, সে কি বলে।

দেখেছি। সে মানতে চায় না। বলে ঈশ্বর অনন্ত। যে অনন্ত তার আবার অংশ কি! তার অংশ হয় না।

ঠাকুর বললেন, হয়। ঈশ্বর ইচ্ছে করলে তাঁর সারবস্তু পাঠাতে পারেন মানুষের মধ্যে দিয়ে। শুধু পারেন না পাঠান। এ তোমাদের উপমা দিয়ে কি বোঝাব? গরুর মধ্যে গরুর শিংটা যদি ছোঁও, গরুকেই ছোঁয়া হল। পা বা লেজ ছু'লেও তাই। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সারবস্তু হচ্ছে দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুই আসে। অবতার হচ্ছে গাভীর বাঁট। তেমনি প্রেমভক্তি শেখাবার জন্য মানুষের দেহ ধারণ করে মাঝে মাঝে আসেন ঈশ্বর।

ওরে এল জল খাবার - চঞ্চল হয়ে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আনতে গিয়েছে। এই এল বলে - পাশ থেকে মাস্টারমশাই বললেন।

কে না কে একজন অ্যাক্টো করে তাকে খাওয়ানোর জন্য ঠাকুরের এই ব্যাকুলতা। খাবার এল। বরানগরে ফাগুর দোকানের গরম গরম কচুরি। বললেন, বেশ কচুরি। খাও। খাবার তো দেওয়া হল। এবার জল দিতে হবে। রুগ্ন দুর্বল পায়ে টলতে টলতে কুঁজো থেকে জল এনে দিলেন গিরিশের জন্য। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নটসম্রাট। এত কৃপা ভাবাই যায় না। ভাবতে ভাবতে অনেক গভীরে পৌঁছে যান গিরিশচন্দ্র। বুঝতে পারেন, মানুষেই তাঁর বেশি প্রকাশ, বিশেষ প্রকাশ। সন্দেহ নেই, ইনি-ই অবতার। উথলে পড়ছে প্রেমভক্তি, ঈশ্বরের জন্য পাগলামি, মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন তাঁর প্রেমে। এই মানুষেই তো অবতীর্ণ হন অবতার পুরুষ। কাকে বলব অবতার? যিনি ধারণ করেন তিনিই তাই। একই দেহে যখন যোগ হয় রাম আর কৃষ্ণের - তখন চৈতন্যের খোলে তিনিই পরিস্ফুট হন শ্রীরামকৃষ্ণে। শুধু ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকো। তাঁর নাম করো। তাহলেই জাগবে কুলকুণ্ডলিনী। সে জাগলেই হবে ঈশ্বরদর্শন।

> **কেন কাজ করছি, কিসের জন্য কাজ করছি, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। কর্ম করতে করতেই মনের ময়লা কেটে যাবে।**

মাড়োয়ারি ভক্তেরা তাঁর কাছে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে নানান ধরনের ফল-মিষ্টি। ঠাকুর বলছেন, আমি ওসব নিতে পারি না। ওদের মিথ্যে কথা বলে অনেক টাকা রোজগার করতে হয়। একদিন বলেও ফেললেন সে কথা, দেখ ব্যবসা চালাতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায়ে মিথ্যে উপায়ে রোজগার করা জিনিস সাধুদের দিতে নেই। শুদ্ধ-সত্য জিনিস দিতে হয় তাদের। কারণ শুদ্ধ আর সত্য-এই দুটো শব্দ তো একে অপরের সমার্থক।

জিজ্ঞেস করলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঈশ্বরকে পেতে হলে কি করতে হয়?

কি আবার, ভালবাসা, তাহলেই হবে। যেমন ছেলের মায়ের ওপর ভালবাসা। ভালবাসা এলে বিদেশ মনে হবে সংসারকে। দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে তাহলে হাজারবার ঘষলেও জ্বলবে না। বিষয়াসক্তিকে মনে হবে ভিজে দেশলাইয়ের মতো। যতই বুদ্ধি খাটাও, লোকসানের বোঝা বাড়তেই থাকবে।

কি শিখবে পৃথিবীর কাছে? উত্তর হল, পরার্থে জীবন ধারণ। উৎপাতের বন্যা বইছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে অবিচল রয়েছে। আর কি শিখবে? ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা।

বৃক্ষকে দেখছ না - কেটে ফেললেও কিছু বলে না।

আকাশ - অনন্ত অথচ তাকে ছোঁয়া যায় না। আর জল - নির্মল, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মধুর।

ঠাকুর বলেছেন, একটু অহং থাকে ভক্তের। তবে বজ্জাত আমিতেই দোষ। ভক্তের আমি মানে বালকের আমি। একবার জ্ঞান হলে সব অহংকার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখন আমি থাকে নামমাত্র অথবা পালিয়ে যায় বরাবরের মতো।

তিনি এসেছিলেন এই পৃথিবীতে মলয় বাতাস বইয়ে দিতে, যার সুবাস আজও বইছে একশ পঁচাত্তর বছর পরেও। বারবার বলতে চেয়েছেন উঠোনের দোষ দিও না। শুধু নেচে যাও। যারা খেলতে জানে তারা কানাকড়িতেও খেলে। শুধু মাকে ধরে রাখো। মনে রেখো। শরণাগত বলে কোনও শব্দ নেই। আসল কথাটা হল, সম্পূর্ণভাবে শরণাগত। কে শ্রীরামকৃষ্ণ? কি তাঁর আসল পরিচয়? তিনি সর্বব্যাপিনী স্থিতিশক্তি। তিনি প্রকাশ পল্লব। তিনিই সমস্তরূপিণী বিদ্যামূর্তি। তিনি সর্বভূজা, তিনি সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে বিরাজমান। শুভময়ী। সৌম্যা, মনোহরা। তিনি শরণাগত, দীন ও আর্তের পরিত্রাতা। অথচ কি সহজসরলভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন জীবনের প্রকৃত অর্থ। তোমাকে প্রণাম।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

বড়দিনে আমিরের ধুমধাম

সঞ্জয় সরকার: আমির খান এর আগেও নেগেটিভ রোলে অভিনয় করেছেন। 'ফনা' ছবিতে হয়েছিলেন পাকিস্তানী গুপ্তচর। 'গজনি' ছবিতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করেছেন। তবে তা ছিল প্রতিবাদী ভূমিকা। এবার কিন্তু নিজের সব ইমেজ ভেঙে একেবারেই সমাজবিরোধী ক্রিমিনালের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। যেরকম ধূম ২-তে হৃত্বিক রোশন পুরোপুরি চোরের ভূমিকায় ছিলেন।

আদিত্য চোপড়া প্রযোজিত এবারের ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিজয়কৃষ্ণ আচার্য। সঙ্গীত পরিচালনায় প্রিতম ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর জুলিয়াস পাকিয়াম। ক্যামেরা সুদীপ চ্যাটার্জি এবং সম্পাদনায় রিতেশ সোনি। ১৫০ কোটি টাকা বাজেটের এই ছবিটিতে অভিষেক বচ্চন এবং উদয় চোপড়া যথারীতি তাদের পুলিশ জুটি জয় দিক্ষীত এবং আলি আকবরের চরিত্রেই রয়েছেন। অপরদিকে অপরাধী আমিরের সহযোগী স্বল্প বসনা ক্যাটরিনা কাইফ। ২ ডি-র পাশাপাশি আইম্যাক্স ফর্ম্যাটেও ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে। এই প্রথম বলিউডের কোনও ছবি এই ফর্ম্যাটে তৈরি হল। ছবিটি শুধু হিন্দি নয়, তামিল এবং তেলেগু ভাষাতেও ডাবিং হয়েছে। গত ২০১১ সালের ২ জানুয়ারিতেই আদিত্য

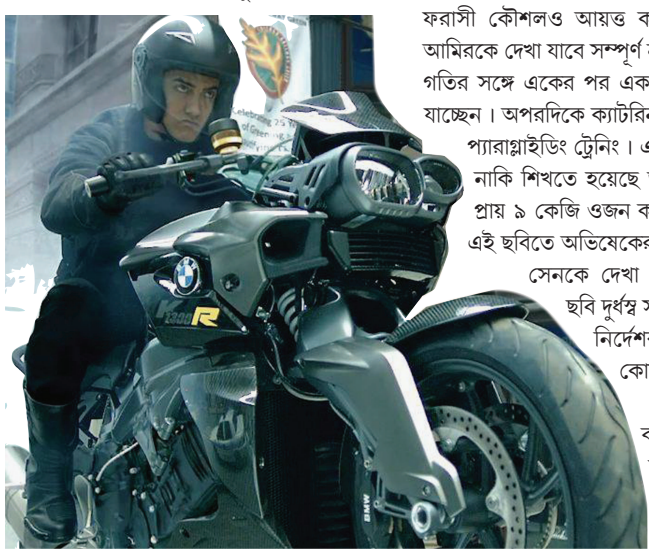

বলেছিলেন তারা ধুম-এর তৃতীয় ভাগ করতে চলেছেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল এক বছর আগে ২০১২'র বড়দিনেই ছবিটি মুক্তি পাবে। কিন্তু টেকনিকাল কাজকর্ম এই ছবিতে এতই জটিল ছিল যে সেই সময়ের মধ্যে প্রোডাকশনের কাজ শেষ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ছবির কাজ চলে আরও প্রায় এক বছর।

এই ছবির জন্য আমির খানকে ব্যালে এবং অ্যারোবেটিক্স শিখতে হয়েছে। যিনি প্রত্যেকটি ছবিতে নিজেকে ভেঙে নতুন ভাবে গড়তে চান। তিনি এইসব চ্যালেঞ্জ যে হাসিমুখে নেবেন তা তো বলাই বাহুল্য। এছাড়া পার্কার নামে এক ধরনের ফরাসী কৌশলও আয়ত্ত করতে হয়েছে যাতে আমিরকে দেখা যাবে সম্পূর্ণ নতুন কায়দায়। প্রচণ্ড গতির সঙ্গে একের পর এক বাধা ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে ক্যাটরিনাকেও নিতে হয়েছে প্যারাগ্লাইডিং ট্রেনিং। এমনকী গান গাওয়াও নাকি শিখতে হয়েছে তাঁকে। অভিষেককে প্রায় ৯ কেজি ওজন কমাতে হয়েছে। তবে এই ছবিতে অভিষেকের স্ত্রী'র ভূমিকায় রিমি সেনকে দেখা যাবে না। এবারের ছবি দুর্ধর্ষ সব অ্যাকশনের স্টান্ট নির্দেশক অলিভার কোয়েলার।

আমিরের নিজের বক্তব্য ধুম ৩'র ভূমিকাটি তার জীবনের সব থেকে চ্যালেঞ্জিং রোল। ২০১১'র নভেম্বরে ছবির শ্যুটিং শুরু হয়েছিল অভিষেক ও উদয়কে নিয়ে। কিন্তু বাবা হওয়ার কারণে জানুয়ারি ২০১২'র পর অভিষেক কিছুদিন শ্যুটিং থেকে দূরে সরে ছিলেন। ওদিকে আমির খানের 'সত্যমেবজয়তে'-এর শ্যুটিং চলছিল। তার ফলে ২০১২'র মাঝামাঝি বেশ কিছুদিন শ্যুটিং বন্ধ থাকে। আমির সেই সময় ব্যস্ত ছিলেন তার আগের ছবি 'তালাশ'-এর মার্কেটিংয়ের কাজে। এই সময় আমির খানের ছোটবেলা ভূমিকা করা শিশু অভিনেতার সঙ্গে জ্যাকি শ্রফকে নিয়ে বেশ কিছুদিন শ্যুটিং হয়। জুলাই মাসে শ্যুটিং শুরু হলে মাত্র ৫ দিন মুম্বাইয়ের যশরাজ স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণের পর আমির, অভিষেক ও উদয়কে নিয়ে টানা তিন মাসের শ্যুটিং চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগোতে। এ বছরের প্রথম দিকেও ছবির বেশ কিছু অংশ শ্যুট হয় সুইজারল্যান্ডে। শেষের দিকে বেশ কিছু অ্যাকশন সিন এবছর সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বাইতে গৃহীত হয় কনরাড পালমিসানো ও শ্যাম কৌশলের নির্দেশনায়। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ১৪টি হল আছে যেখানে আইম্যাক্স ফর্ম্যাটে ছবি দেখানো যায়।

আইম্যাক্স কর্পোরেশনও এই প্রথম কোনও ভারতীয় ভাষার ছবিতে কাজ করল। ৫ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় ধুম ৩-এর টিজার মুক্তির পরেই ৬ দিনের মধ্যে ইউটিউবে দেখেছেন ৬০ হাজার দর্শক। ২৫ অক্টোবর প্রযোজক এই ছবির ওপর ভিত্তি করে উইন্ডোজ ফোনের জন্য একটি গেম রিলিজ করেন। ৩ ডি এই গেমটি চিকাগোর পটভূমিকায় রয়েছে যেখানে খেলোয়াড় অভিষেক ও উদয়ের সঙ্গী হয়ে অ্যাকশনে অংশ নিতে পারবে। এই গেম বাজারে আসার ১৫ দিনের মাথায় ১ মিলিয়ন মানুষ ডাউনলোড করেছেন এই গেমটি। এর আগের ছবি তালাশে আমির খান রীতিমতো হতাশ করেছিলেন। এক বছরে দু বছরে একটি ছবি করা আমিরের ভক্তরাও মুখ লুকচ্ছিলেন হল থেকে বেরিয়ে। এক বছর আগের পরিহাসের উত্তর দিতে আমির যে এবার বড়দিন মাতাতে আসছে তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা ছবি প্রযোজনায় কাহানি'র সুজয় ঘোষ

'কাহানি' ছবির পরিচালক সুজয় ঘোষকে এবার বাংলা ছবির প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকারের ভূমিকায় দেখা যাবে। ছবির নাম 'রি-ইউনিয়ন'। ছবির পরিচালক অরিন্দম শীল। এই ছবির চিত্রনাট্য ইংরেজিতে করেছেন সুজয় ঘোষ। এই মুহূর্তে সেই চিত্রনাট্য বাংলায় অনুবাদ করার কাজে ব্যস্ত পরিচালক অরিন্দম শীল এবং পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। ছবিটি নিবেদন করছে ভায়াকম এইট্টিন। এই ছবির শ্যুটিং আগামী বছরের প্রথমের দিকে শুরু হবে। অরিন্দমের এই ছবিতে অভিনয় করবেন রূপা গাঙ্গুলি, স্বস্তিকা মুখার্জি, অর্পিতা চ্যাটার্জি, কণীনিকা ব্যানার্জি, আবির চ্যাটার্জি, চন্দন রায় সান্যাল, ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। এই ছবিতে যীশু সেনগুপ্তকেও একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যেতে পারে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা যৌথভাবে করবেন অনুপম রায় এবং রাজনারায়ণ দেব। এক সাক্ষাতে সুজয় ঘোষ জানিয়েছেন, ছবিটি সময়ের অভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অরিন্দমের আবর্ত দেখেছেন। তাই ছবিটি অরিন্দমকে করতে দিয়ে প্রযোজক রূপে থাকবেন।

অপুর পাঁচালি

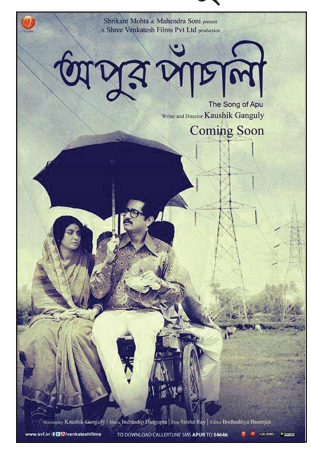

এবার গোয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যে বাংলা ছবিটি প্রতিযোগিতা বিভাগে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছে তা হল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অপুর পাঁচালি'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় তিনটি ছবি নিয়ে যে অপুর সিরিজ বানিয়েছিলেন তার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেই তৈরি হয়েছে অপুর পাঁচালি। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও গৌরব চক্রবর্তীর সঙ্গে এই ছবিতে রয়েছেন পার্নো মিত্র। কোনও মেকআপ ছাড়াই শাড়ি ও টিপ পরা পার্নোকে এই ছবিতে একেবারেই অন্যরকম লাগছে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করা ছোট অপুর রোল যিনি করেছিলেন সেই সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন অর্ধেন্দু ব্যানার্জি। এই ভূমিকাটি ছবিতে এসছে ছবি করতে গিয়ে তা নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনার মাধ্যমে। পথের পাঁচালি ছবির ৯ মিনিটের কিছু ক্লিপিংস ব্যবহার করা হয়েছে ছবিতে। ছবির সুরকার ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত।

ফারহানের ভক্ত করিনা

করিনা কাপুর কিছুদিন থেকেই ফারহান আখতারকে নিয়ে উচ্ছসিত। সৈয়দ খানের সুখী ঘরণী হঠাৎ ফারহানের জন্য পাগল হলেন কেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। এবার জানা গেল 'বোম্বে সামুরাই' নামক ছবিতে ফারহানের সঙ্গে কাজ করবেন করিনা। তিনি বলছেন ফারহানের মতো মুম্বাইতে আর কি কেউ আছে যে একইসঙ্গে দুর্দান্ত পরিচালক আবার অসাধারণ অভিনেতা!

আন্তর্জাতিক ছবিতে দীপিকা

ব্যান্ডিট খ্যাত পরিচালক শেখর কাপুর তাঁর পরবর্তী ছবিটি করতে চলেছেন হিন্দি ও ইংরাজি দুটি ভাষাতেই। ছবির 'পানি'। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং।

অভিমন্যু দাস

চলচ্চিত্র উৎসবে সন্তান

সদ্য বিবাহিত সৌরভের স্ত্রী'র সঙ্গে তার বাবা-মার বনিবনা না হওয়াতে সৌরভ তাঁদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে চায়। কিন্তু সৌরভের মা নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিছুদিন বাদে অন্তসত্ত্বা বউকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে মাকে ভিক্ষে করতে দেখে। পরের দিন মাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখে মা সেখানে নেই, হারিয়ে গিয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে মা'র কাছে ক্ষমা ভিক্ষে করতে চায়। কিন্তু মায়ের কাছে কি তার আর্তড় ক্রন্দন পৌঁছায়? - সন্দীপ মণ্ডলের কাহিনী অবলম্বনে 'সন্তান' ছবিটি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার দাস। সম্প্রতি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এই ২০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ছবিটি দেখানো হল।

'প্রিয় চিত্রসাথী' সিনে পত্রিকা নিবেদিত ও মৌসুমী দাস প্রযোজিত ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ পরিচালকের। অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া পাল, পামেলা সরকার, জয়ন্ত রসিক, তারক নন্দী, বিকাশ দাস, রুবি মল্লিক, মাস্টার পুষ্পেন্দু মণ্ডল, মাস্টার রৌনকজিৎ। চিত্রগ্রহণে সুমিত বিঞ্জলা, সহকারী চিত্রগ্রাহক প্রেমকুমার ও সন্দীপ বিঞ্জলা। সহকারী পরিচালনায় দীপ চক্রবর্তী, মেকআপ তমালিকা চক্রবর্তী।

আট ঘন্টা নোংরা জলে সোনাক্ষী

প্রভু দেবা পরিচালিত নতুন ছবি 'আর রাজকুমার' লোকেশনে সোনাক্ষী সিনহাকে আট ঘন্টা নোংরা জলে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন পরিচালক। সঙ্গে ছিলেন সোনু সুদ। জলে শ্যুটিং করতে নেমে খানিকবাদে দেখেন গ্রামের লোকজন ওই জলে কাপড় কাচছেন, বাসন মাজছেন আবার মোষেরও গা ধোয়ানো হচ্ছে। পরিচালক কিন্তু ছাড়ার লোক নন। ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা সেই নোংরা জলেই শ্যুটিং করতে হল।

নতুন পরিচালকের সাবধান

নতুন পরিচালক শুভম দাসের প্রথম ছবি সাবধান-এর অডিও সিডির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল কলকাতা প্রেসক্লাবে। অন্ধকার জগতের গল্প দিয়ে এই ছবি। ছবির নায়ক (অর্ক) এবং নায়িকা (বৃষ্টি) নতুন। রানী রায় প্রযোজিত এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৃনাল মুখার্জি, দুলাল লাহিড়ী, কল্যাণ চ্যাটার্জি, রমেন রায় চৌধুরী, অনামিকা সাহা, সংঘমিত্রা ব্যানার্জি সহ এক ঝাঁক নতুন শিল্পী।

ছবির সঙ্গীত পরিচালক সৌমেন দাস। মোট পাঁচটি গান আছে। যা গেয়েছেন সৌমেন দাস, শিবাজী রায় ও পূজা। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ৭ ডিসেম্বর- ১৩ ডিসেম্বর,২০১৩

মেষ: সময় সময় ক্রোধ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়বে এবং যার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। হঠাৎ স্বাস্থ্যহানি হয়ে যেতে পারে। মানসিক আঘাত মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। লেখাপড়ার জন্য মনোনিবেশে আগ্রহী হবেন।

বৃষ: দুর্দান্ত গতিবেগে ঝড় এখনও অব্যাহত থাকবে। কথাবার্তায়, চলাফেরায় সকল সময় সংযতভাব অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর্থিক বিষয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেও এগিয়ে যেতে পারবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে।

মিথুন: কিছুটা ভাল হলেও আবার খারাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। লোকের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ব্যবসায় বাধার মধ্যেও লাভ যোগ রয়েছে।

কর্কট: শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ক্ষতি না হলেও রক্তপাত সম্ভাবনা হয়েছে। উচ্চ আদর্শের লড়াইয়ে সাফল্য লাভ করবেন। স্বাধীন পেশাজীবীর পক্ষে সময়টি শুভ হবে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে।

সিংহ: ব্যয় মাঝে-মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্ভার রক্ষা করা কঠিন। সঙ্গে সাংসারিক জীবনে অশান্তির ভাব ফুটে উঠবে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কন্যা: সময়টা ভাল হয়েও ভাল হতে চাইছে না। অনেক কষ্টে পারিপার্শ্বিক বাধাগুলি থেকে কিছুটা শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়।

তুলা: দম্ভ করে কোন কাজ করতে যাবেন না। অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা আছে। বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। শিক্ষা ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা যাবে। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

বৃশ্চিক: তুমি কার ?কে তোমার ?এভাবে কষ্ট কোরো না একদম, মাঝে মাঝে এমন আঘাত আসবে যা সহ্য ক্ষমতার বাইরে। এই সময় শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন না। যদি হন তবে সাংসারিক অশান্তির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। দেবগুরু কিছু কিছু সাহায্য করবে। শিক্ষায় বাধায়।

ধনু: নিজের জীবনকে তৈরি করার জন্য বহু সুযোগ আসবে (যদি জন্মকালীন রাশি ভাল থাকে) তাহলে অবশ্যই জয়লাভ করবেন। শত্রুরা ঈর্ষাজনিত হয়ে পিছনে লাগার চেষ্টা করবে।

মকর: রুদ্র, রুদ্ররূপ ধারণ করে এগিয়ে যেতে চাইবে। সংযত না হলে বিপদের বোঝা বাড়বে। লেখাপড়া নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে। ব্যবসার বিষয়ে বহু প্রস্তাব আসবে। কর্মযোগ শুভ। আয় মনের মতো হবে না। বাতের-পীড়ায় অনেক ভীষণ কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ: দায়িত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। নিত্য, গীত, শিল্প ও সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ।

মীন: কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এখনও হবে না। বিচার বিবেচনা করে এগিয়ে যেতে হবে। শুভ কাজ যতই করুন না কেন ফল শুভ হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকে ভাল ফল করতে সক্ষম হবেন।

মাঙ্গলিকী

পথের আলাপের আলাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে সম্প্রতি শুরু হওয়া সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'পথের আলাপে'র আরও একটি সংখ্যা কিছুদিন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানটি হয় সালকিয়ার লেখক, পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য চিরন্তন মুখোপাধ্যায়- রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শতরূপা মুখোপাধ্যায়ের আবাসনে। পত্রিকার লেখক-লেখিকা গোষ্ঠীর এক বিরাট সংখ্যক সুধীজন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা শেলী ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি ছিলেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আলিপুর বার্তা)। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা শুরু করেন অস্মিতা ঘোষাল। বালিকা সুদিশ্রীর রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতেও মাল্যদান করা হয়। এরপর প্রধান অতিথির হাত দিয়ে পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। ট্রেনে নিয়মিত যাতায়াতের পথে কেমনভাবে কিছু সাহিত্য সংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তি কাছাকাছি এলেন, ভাবের আদানপ্রদান হল আর তারপরেই শুরু হল পথের আলাপ সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশনা, সেকথা এদিন বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে জানা গেল। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সমীরণ ভট্টাচার্য, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, চমক মজুমদার, চিরন্তন-শতরূপা মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যাগুলির সমৃদ্ধ রচনাবলী প্রধান অতিথি ও 'হাওড়া বার্তা'-র সাংবাদিক সুজিত কুমার পালের প্রশংসা অর্জন করে। আলিপুর বার্তার তরফে ও আগামী দিনে পত্রিকার প্রতি সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন বিশেষ অতিথি।

সাহিত্য পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল অথচ কোনও গল্প, প্রবন্ধ অন্তত একটি কবিতাও কেউ পাঠ করলেন না। এ আক্ষেপ রয়েই গেল।

এদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতে যাঁরা আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তারা হলেন করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, অস্মিতা ঘোষাল, দোয়েল কর, স্বপ্না দত্ত, শতরূপা মুখোপাধ্যায়। হাওয়াইন গিটারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের মূর্ছনা তোলেন তন্ময় কর। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান সুচারুভাবে পরিচালনা করেন চমক মজুমদার। লেখক চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ই এদিন শিল্পীদের গানে তবলায় সহযোগিতা করেন।

শেষে একটি আক্ষেপের কথা বলতেই হয় সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল অথচ কোনও গল্প, প্রবন্ধ অন্তত একটি কবিতাও কেউ পাঠ করলেন না, এ আক্ষেপ রয়েই গেল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'পথের আলাপ' সরকারি রেজিস্ট্রীকৃত সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী দিনে গ্রাম বাংলায় পার্থেনিয়াম নিয়ে মানুষের মধ্যে চেতনা জাগরণের কাজ চলবে।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

শব্দের ঝংকার

গ্রন্থসন্ধানী: পত্রিকাটি ৩৫ বর্ষে পা দিল। শারদীয় সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। অজস্র বিবিধ রসের কবিতার মধ্যে কয়েকটি কবিতা মন ছোঁয়। এই কবিরা হলেন, ঝুনু ভৌমিক, বাসবী মজুমদার মিত্র, ডাঃ দীপক কুমার পাল, সঙ্গীতা দাস, নীলাঞ্জনা প্রামাণিক।

অরূপ রতন

অরুণ সরকারের 'স্বর্গীয় মাতা বিভারানী মিত্র' একটি পারিবারিক শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মৃতিচারণা। এই ধরনের লেখার কোনও সমালোচনা করা উচিত নয়। শারদ সংখ্যার সেরা লেখা পল্লব কুমার পালের 'শরৎচন্দ্রের জীব-জন্তু প্রীতি'। লেখাটি পড়বার সময় মনে হয় লেখক যেন সামনে বসে কাহিনীটি বলছেন। সেরা গল্প সমরজিৎ চক্রবর্তীর 'পোস্টমর্টেম'। অসাধারণ বৌদ্ধিক রম্যরচনা। ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ 'আমেরিকার আটলান্টায় বাঙালি ও বাংলা ভাষা' মনোগ্রাহী রচনা। সম্পাদক কবি সুনীল মুখোপাধ্যায় কবিতা থেকে সরে এসে লিখেছেন অনুনিবন্ধ 'শরৎ তোমায় বরণ করি'। রূপকধর্মী গীতিআলেখ্য ঢং-এর লেখা, হৃদয় স্পর্শ করে। অরূপ রায়চৌধুরীর ভ্রমণ কাহিনী 'কলঙ্কিত দেবনাথ' একটি বিশেষ ঘটনাকে 'ফোকাস' করে, ভালই লাগে পড়তে। দুলাল চন্দ্র মণ্ডলের কাহিনীমূলক রচনা 'ভুলের ফুল' পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। মানুষ মনুষ্যত্বের এতটা অবমাননা করতে পারে? পড়া শেষ হলে মনে সেই প্রবচনটি উঁকি মারে - 'জুতো মেরে গরু দান'।

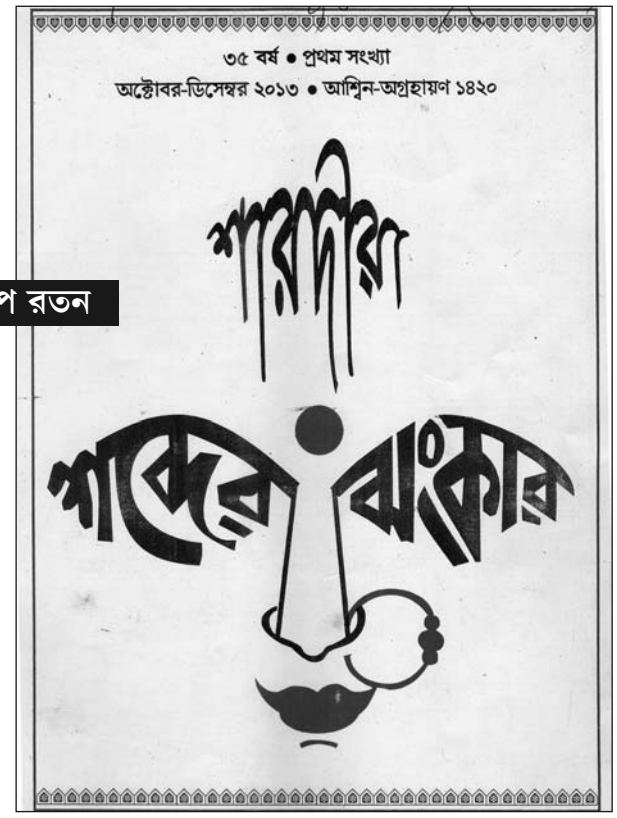

সঞ্জীব চক্রবর্তীর বড়গল্প 'সুষুপ্তি' পাতা নষ্ট করা গল্প। 'সম্পাদকীয়' আন্তরিক অনু বক্তব্য। তবে বিজ্ঞাপনকে অবহেলা করলে চলবে না। নিজের পায়ে সবাইকে দাঁড়াবার চেষ্টা রাখতে হবে। রয়েছে সংস্কৃতি সংবাদ। প্রচ্ছদ অঙ্কন রুচিপূর্ণ।

এটি বহুদিন আগে এঁকেছিলেন সম্পাদক, কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়। সেটিকেই বড় আকারে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। বস্তুত সুনীল মুখোপাধ্যায় মানুষটি বহু প্রতিভামুখী অতি উচ্চমানের বুদ্ধিজীবী মানুষ। তাঁর ৩৫ বছর ধরে পথ চলা শব্দের ঝংকারের জন্যে রইল আমাদের আন্তরিক, হার্দিক শুভেচ্ছা। অরূপ রায়চৌধুরীর লেখায় এক জায়গায় ভাষার দূষণ ঘটেছে।

'একটা মুটে' লেখা ঠিক নয়। লেখা উচিৎ 'একজন মুটে'। কিছু কিছু লেখায় বানান ভুল রয়েছে। সম্পাদককে আরও নজর দিতে হবে সম্পাদনায়। শেষে আরও ২টি কবিতার কথা উল্লেখ করতে হয়। ডাঃ লহরী (বড়াল) চক্রবর্তীর রচনা 'প্রকৃতির রোষ' ও রূপালী বিশ্বাসের রচনা 'বন্ধু'। দুটি কবিতাই মন ছোঁয়।

যোগাযোগ-৯৮৩০৩১৯৮২১ অথবা ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫।

ভারতজুড়ে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন এই ডিসেম্বরেই

দুয়ের পাতার পর

লেবার ল - যে কোনও একটি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

পোস্টকোড ৬: মার্কেটিং অফিসার: যোগ্যতা: মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টে এমবিএ অথবা এই বিষয়ে স্পেশালাইজেশন সহ দু'বছরের বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা।

পোস্টকোড ৭: আইটি অফিসার স্কেল ২: যোগ্যতা: এর যোগ্যতা প্রয়োজন স্কেল ১ অফিসারের মতোই, তবে অন্যান্য শাখার গ্র্যাজুয়েট ও ডয়েটের বি লেভেল পাশদের ক্ষেত্রে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

পোস্টকোড ৮: ল অফিসার স্কেল ২: যোগ্যতা: এর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কেল ১-এর মতোই, তবে জুডিসিয়েল সার্ভিসে ৩ বছর প্রাকটিস করে থাকতে হবে। অথবা কোনও ব্যাঙ্ক বা সরকারি সংস্থার ল অফিসার হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্টকোড ৯: চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট: যোগ্যতা: সি.এ-এর চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ।

পোস্টকোড ১০: ফাইনান্স এগজিকিউটিভ: যোগ্যতা: স্নাতক, সঙ্গে সিএফএ বা কস্টিং বা এমবিএ বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (ফাইনান্স)-এ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা।

বয়স: ১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে পোস্টকোড ১ থেকে ৬-এর ক্ষেত্রে বয়স ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে হতে হবে। পোস্টকোড ৭ থেকে ১০-এর ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩৫, সংরক্ষিত প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি: পরীক্ষা হবে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে অন লাইনে। দু'ঘণ্টায় উত্তর দিতে হবে ২০০ নম্বরের। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। থাকবে রিজনিং ইংরেজি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পেশাদারি জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্ন। এছাড়া ল অফিসার ও রাজভাষার অধিকারী পদের ক্ষেত্রে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিচিউডের অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্ন।

কীভাবে দরখাস্ত করবেন: কেবলমাত্র অনলাইনে www.ibps.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিজের ফটো ও সই স্ক্যান করা থাকা চাই।

দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে তা সাবমিট করবেন। গৃহীত হলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এরপর ফিজ জমা দেওয়ার ই রিসিট ও পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিসটেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। দরখাস্তের ফিজ ৬০০ টাকা বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফিজ জমা দিতে পারবেন। ফিজ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর। পরীক্ষার সময় দরখাস্তের ফিজ জমা দেওয়ার প্রমাণপত্র, পরীক্ষার কল লেটার, নিজের স্বচিত্র পরিচয়পত্র এবং তার জেরক্স কপি নিয়ে যাবেন।

অবশেষে আশ্চর্য প্রদীপ ধরা দিচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে

তিনের পাতার পর

ন্যূনতম পেশাদারি কাঠামো তৈরি করা দূরে থাক স্বাভাবিক মান উন্নয়নও ঘটাতে পারেননি। ক্রিকেট ছিল ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে, সমাজের নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ ক্রিকেট কর্তাদের দূরদর্শিতার কারণেই আজ ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলে প্রতিনিধিত্ব করছেন ভারতের প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে আসা তরুণরা। একদা ভারতীয় ফুটবল এশিয়ার অন্য শক্তিশালী দেশ জাপান ও কোরিয়াকে যখন-তখন পরাজিতই শুধু করত না, একাধিকবার ছিনিয়ে নিয়ে ছিল শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় মুকুট। সেই আমলে গণ্যের মধ্যে না আসা আরব দেশগুলি এমনকী থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া বিশ্ব পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। জাপান কোরিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যবধান ৮-১০ গোলের। এই পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে এই প্রতিযোগিতা সংগঠনের সুযোগ পাওয়াটা প্রায় এলডোরাডোর সন্ধান পাওয়ার সামিল।

এর কারণ, ১৯৮২ সালের আগে ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে পদক পেত না হকি ছাড়া কোনও খেলায়। কিন্তু '৮২-এর এশিয়ার সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়াতে শুরু হয় ক্রীড়া কাঠামো তৈরির কাজ। যদিও জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের পদকপ্রাপ্তি আজও নেহাতই হাস্যকর তবু ভারত এই মুহূর্তে যে এশিয়ান গেমস ও অলিম্পিকে একাধিক পদক ছিনিয়ে আনছে, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব লাভ করছে তীরন্দাজি, বক্সিং, কুস্তির মতো খেলায় তার গোড়াপত্তন হয়েছিল কিন্তু ১৯৮২-এর এশিয়ার সংগঠনের ফলেই। কাজেই ভারত যেহেতু অনুর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের দায়িত্ব পেয়েছে অতএব ভারতে ১৯১৪ থেকেই পুরোপুরি পেশাদারী ফুটবলের আবহ আসতে বাধ্য। কারণ, সংগঠন সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলে ফিফা কোনওভাবেই ভারতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। আদ্যন্ত পেশাদার এই সংস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে বিশ্বকাপ সংগঠনের প্রাথমিক শর্তগুলি ভারত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়ারল্যান্ড, উজবেকিস্তান প্রভৃতি দেশকে টপকে ভারত শেষপর্যন্ত সংগঠনের দায়িত্ব পেল। মনে আছে কয়েক বছর আগে ফিফা সভাপতি সেপ ব্লাটার ভারত পরিদর্শনে এসে এখানকার ফুটবল পরিকাঠামো দেখে যখন উন্নতির আশা প্রকাশ করছিলেন তখন তার পিছনে দাঁড়িয়ে এশিয়ান ফুটবল সংস্থার প্রধান বিন হামাম মুখ বিকৃতি করে চূড়ান্ত বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। তার কারণ, এশিয় প্রধান হিসেবে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হত প্রতিমুহূর্তেই ভারতকে ঘিরে।

১৮ বছর হয়ে গেল সর্বভারতীয় জাতীয় ফুটবল লিগ (আইলিগ) চালু হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল এক মিলিমিটারও এগোয়নি। যদিও সর্বভারতীয় সংস্থা মাঝে মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ কিছু বয়সভিত্তিক পরিকল্পনা চালু করে আবার পুনর্মুষিকোভব হয়ে যায়। এবার কিন্তু যে দায়িত্ব তারা পেয়েছে সেখান থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হওয়ার উপায় নেই। তাই, শেষপর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে হয়ত ক্রান্তি মুহূর্ত বলেই পরিগণিত হবে ৫ ডিসেম্বর ২০১৩।

সত্য সেলুকাস

তিনের পাতার পর

বছর ৪৫-র বিবাহিত মহিলা কোনও কাজে কাছের শহরে গিয়েছিলেন। কাছের বললেও যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে। যাই হোক কাজ সেরে বাড়ি ফেরার জন্য তিনি যে বাসে উঠেছিলেন, ঘটনাচক্রে তাঁর পাশের আসনে এসে বসে জনৈক ঠাকুর সম্প্রদায়ের মানুষ, মদ্যপ অবস্থায়। বাস চলতে শুরু করার পর থেকেই ওই লোকটি শুরু করে অভব্য আচরণ। এক সময় সে বমি করতে থাকে। বমি এসে পড়ে পাশে বসা মহিলাটির গায়ে। প্রতিবাদ করেন তিনি। তখন সেই মদ্যপ আরও উদ্ধত হয়ে বলে, জানো আমি ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোক। এভাবে কথা কাটাকাটি হতে একসময় এসে যায় ওই মহিলার নামার নির্দিষ্ট স্থান। তিনি বাস থেকে নেমে পড়েন। তাঁর সঙ্গে নেমে পড়ে ওই মদ্যপ। কায়দা করে জেনে যায়, ওই মহিলা কোথায় থাকেন।

পরের দিন ওই মদ্যপ, ২০-২৫জন গুণ্ডা প্রকৃতির মানুষকে নিয়ে ওই গ্রামে এসে মহিলার খোঁজ করে। এক সময় তাঁকে ঘর থেকে টেনে বের করে সর্বসমক্ষে বেদম প্রহার করতে থাকে। গ্রামের অনেক মানুষ সেখানে জড়ো হয়। কিন্তু কেউ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একবারের জন্যেও প্রতিবাদ করার সাহস দেখায়নি। এইভাবে মারতে মারতে ওই গুণ্ডারা এক সময় মহিলাকে বিবস্ত্র করে সারাগ্রাম ঘোরায়। তখনও কেউ প্রতিবাদ করেনি। এভাবে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে সেই নির্মম অত্যাচার। পরের দিন মহিলা গলায় দড়ি আত্মহত্যা করেন। সেখানে নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন সবদলের নেতা কর্মীরা। কিন্তু কেউ ভুল করেও একেবারেও জন্যেও এই জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। মধ্যপ্রদেশের রতলাম, মনসৌর, নিমাজ প্রভৃতি অঞ্চলে গেলেই বোঝা যায়, দারিদ্র কোন পর্যায়ে সেখানে বিরাজ করছে। পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। প্রতি মুহূর্তে বড় বড় ট্রাকগুলি যাচ্ছে সেখান দিয়ে। সেখানে সংসার প্রতিপালন করার জন্য প্রত্যেক বাড়ির বড় মেয়েকে দেহ ব্যবসায় নামতে হয়। সবাই জানে এই খবর। অথচ কারও মুখে একবারেও জন্যেও প্রতিবাদী কথা শোনা যায় না।কাছেই ছোট্ট, প্রায় শুকিয়ে যাওয়া নদী পেরলেই মোরেনা-ভিন্দ অর্থাৎ ভয়ঙ্কর শিহরণ সৃষ্টিকারী চম্বল। প্রশাসনের খাতায় তার অবস্থান অন্য রাজ্যে।

সেখানকার মানুষেরা আজ দ্বিধাহীন ভাবে বলে, আমরা 'ট্রেড'টা একটু পরিবর্তন করেছি। কারণ আমরা এখন ডাকাতি করি না। কিডন্যাপ করি। ডাকাতি করলে কত পাব ? ২০-৩০-৪০ হাজার। একটা লোককে অপহৃত করলে অনায়াসে ২০-২৫লাখ টাকা পাওয়া যায়। বছরে তিন-চারটে করতে পারলে যথেষ্ট। নির্বাচন আসে। নির্বাচন যায়। কখনও রাজা বদলায়। কখনও বদলায় না কিন্তু জাতপাতের মতো নিকৃষ্ট প্রথার পরিবর্তন হয় না। বেদিয়া, বাঞ্ছা অর্থাৎ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজনের ভাগ্য কোনওদিন পাল্টায় না। রাজনীতিবিদরা সবই জানেন, কিন্তু তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কারণ নির্বাচনে জেতার জন্য কে মরল-কে বাঁচল তা দেখার কোনও দায় নেই তাদের। তাদের মুখে একটাই স্লোগান,আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

বাংলার রোয়িং এগোচ্ছে

ষোলো পাতার পর

কলকাতাতে একমাত্র রবীন্দ্রসরোবর ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনও বিকল্প রোয়িং-এর ব্যবস্থা নেই। যদিও সেটি এক হাজার মিটারের লেন। কিন্তু জাতীয় প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলি দু'হাজার মিটার লেনের হয়। স্বভাবতই এখানকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় গিয়ে একটু অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। আমরা রোয়িংকে আরও ব্যাপকভাবে প্রসারের জন্য বড় জলাশয়ের সন্ধান করছি। আজকে সেনাবাহিনী,সাই রোয়িংয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে বাংলার ছেলে-মেয়েদের কাছে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা এবং সাই ক্যাম্পের ছেলে-মেয়েরা সারাদিন ধরে রোয়িংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের এখানকার ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হয় না। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ময়ূরাক্ষীর এই সাফল্য বাংলার রোয়িং-এর ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। সাব জুনিয়র স্তরে যথেষ্ট ভাল ফলাফল করি কারণ, সেখানে সেনাবাহিনীর দল অংশগ্রহণ করে না। আগামী মাসে ওপেন ন্যাশনাল রোয়িং অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে বাংলা থেকে ছেলেমেয়েদের একটি বড় দল অংশগ্রহণ করবে। এছাড়া করাচিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অ্যামেচার রোয়িং ইস্ট এশিয়ান প্রতিযোগিতা। যেখানে বাংলা থেকে সবকটি ক্লাব অংশগ্রহণ করবে। এছাড়া ওয়েস্টবেঙ্গল রোয়িং অ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে কলকাতাতে আগামী বছরের গোড়ার দিকেই।' রোয়িংকে আরও জনমুখী করে তোলার প্রসঙ্গে জয়দীপবাবু জানান, 'প্রতিবছর লেকক্লাবে একটি স্কুল রেগাটা হয়। যেখানে কলকাতার বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে থেকে বহু ছেলেমেয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্লাবে রোয়িং-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রায় এক মাস ধরে প্রশিক্ষন দিয়ে তাদের এই রেগাটার উপযুক্ত করা হয়। বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবও একটি স্কুল রেগাটার আয়োজন করেন। সেখানেও প্রচুর ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে এবং তাদেরকে একইভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রোয়িংয়ের উপযুক্ত করে তোলা হয়। এছাড়া আমরা রোয়িংকে আরও জনমুখী করে তোলার জন্য কল্যাণীর কাছে একটি বড় জলাশয়কে চিহ্নিত করেছি, যেখানে আগামী দিনে কীভাবে রোয়িং করা যায় তার জন্য চিন্তাভাবনা রয়েছে। এবিষয়ে রাজ্য ক্রীড়া দফতরের সঙ্গে আমাদেরে আলোচনা চলছে।'

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে রোয়িং কেবল বড় লোকদের খেলা। এই প্রসঙ্গে জয়দীপবাবু বলেন, 'এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। মাত্র এক টাকা মাসিক চাঁদার বিনিময়ে প্রতিটি ক্লাবে রোয়িং মেম্বারশিপ দেওয়া হয়। অথচ যেখানে খরচ হয় তারও অনেক বেশি। সুতরাং এটা বলা যেতেই পারে, রোয়িং কখনই বড়লোকেদের খেলা নয়। আসলে আমরা ঠিকমতো প্রচার করতে পারিনি বলেই সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে এই ভুল ধারণাটি তৈরি হয়েছে।'

রোয়িংয়ের মত এই জনপ্রিয় খেলাটিকে রাজ্য সরকার কীভাবে দেখছেন এ প্রসঙ্গে জয়দীপবাবু জানেন, রাজ্য সরকারের সাহায্য ছাড়া কোনও খেলাই সম্ভব হয় না। আমরাও সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত নয়। সম্প্রতি আমরা রাজ্য সরকার থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছি। কল্যাণিতে রোয়িং করার জন্যে যে উদ্যোগ নিয়েছি সেখানে সরকারের সব রকম সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছি। সারা বছর ধরে প্রতিটি ক্লাব সে রেগাটাগুলি সংগঠিত করে তাতে সরকার সব রকম সাহায্য করে।

জাতীয় রোয়িং-এ রুপোজয়ী ময়ূরাক্ষী

ষোলো পাতার পর

সে রোয়িংয়ের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য গত পাঁচ মাস ধরে লেক ক্লাবের কোচ সুদীপ নাহার কাছে প্রতিদিন গড়ে ৪-৫ ঘণ্টা করে অনুশীলন করত। নিজের এই সাফল্যের প্রসঙ্গে ময়ূরাক্ষী জানায়, 'সোনা পাইনি বলে আফসোস হলেও যার কাছে পরাজিত হয়েছি সে এশিয়ান গেমসে পার্টিশিপেট করেছিল। এবারের লড়াই আমাকে অনেককিছু শিখিয়েছে। আগামী দিনে সেই ভুলগুলি যাতে আর না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এগোব।' রোয়িংয়ের বাইরে ময়ুরাক্ষী গান শুনতে এবং গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসে। তার ইচ্ছে নিজেকে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়র রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পাশাপাশি রোয়িংও চালিয়ে যাওয়া। তার বাবা সিভিল ইঞ্জিনিয়র ও মা দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজের অধ্যাপিকা। বাবা-মার প্রবল উৎসাহেই তাকে রোয়িংয়ে এই সাফল্য এনে দিয়েছে।

গ্রেফতার ল্যাপটপ চোর

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুর : গড়িয়া- সোনারপুরের এক মেস থেকে ছাত্রদের ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ও মোবাইল চুরি করে অপর মেসে বিক্রি করত গোসাবার সুজয় জানা (২৪)। কয়েকদিন আগে রাতে ঘাসিয়ারা অঞ্চলে ল্যাপটপ নিয়ে ঘোরার সময় তাকে গ্রেফতার করে ধৃতের কাছ থেকে ৭টি ল্যাপটপ, ৮টি মোবাইল যার বাজার দর ৫ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।সে যেহেতু গরিব ছাত্রদের অর্ধেক দামে এই চোরাই জিনিস বিক্রি করত তাই নিজেকে সমাজসেবী বলে দাবি করছে।

তালদি থেকে অস্ত্র বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিং থানার তালদি শিবনগর গ্রাম থেকে বুধবার গভীর রাতে জয়নাল সর্দার নামে এক ব্যক্তিকে ৪টি পাইপ গান, ড্রিল মেশিন সহ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম হাতে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে আদালতে তোলা হচ্ছে।

প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে

তিনের পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক নিজে বিভিন্ন ব্লকের বিডিওদের এ ব্যাপারে তৎপর হতে বলছেন। আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ঠিক হয়েছে ব্যক্তিগত পারিবারিক শৌচাগার গ্রামে গ্রামে এই প্রকল্পে বানিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া পুকুর, নার্শারি করা ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হচ্ছে।দীপকবাবু বলেন, পাঁচটি মহকুমার মধ্যে কাকদ্বীপ ও ক্যানিং ভাল স্থান আছে, আলিপুর সফর মহকুমা শহরকেন্দ্রিক বলে, কাজের পরিধি কম। তবে আশা করা যায় মার্চের মধ্যে লক্ষ মাত্রা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ২০১৩-২০১৪ বৎসরের জন্য দঃ ২৪ পরগণার নামখানা শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের খাদ্য দ্রব্য গুদামজাতকরণ এবং প্রকল্প গুদাম হইতে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে খাদ্য দ্রব্য পৌছাইবার নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার ফর্ম পাইবার সময় অবশ্যই এই কাজের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দাখিল করিতে হইবে। এবং টেন্ডার ফর্ম ও টেন্ডার -এর অন্যান্য শর্তাবলী বিশদ বিবরণ উপরোক্ত প্রকল্প অফিস হইতে প্রত্যেক কর্ম দিবসে বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। যে কোন সংবাদপত্রের এই বিজ্ঞপ্তি প্রথম প্রকাশের তারিখ হইতে পরবর্তী একুশ দিনের মধ্যে টেন্ডার গৃহিত হইবে। সম্ভাব্য টেন্ডার জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ৩০.১২.১৩ এবং টেন্ডার খোলার সময়টি টেন্ডার অংশগ্রহণকারীগণকে পরবর্তীতে জানানো হবে।

স্বাক্ষর

Child Dev Project Officer
Namkhana ICDS Project
South 24Pgs

478/ICD/NAM dated 03.12.13

বীরভূমের বৈষ্ণবতীর্থ একচক্রা

নির্মল গোস্বামী

গত সংখ্যার পরে

নিতাই পুত্র বীরচন্দ্র এক চক্রায় এসেছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই গ্রামের বর্তমান নাম বীরচন্দ্রপুর। থানা ময়ূরেশ্বর। জেলা বীরভূম। রামপুরহাট সাঁইথিয়ার বাসে উঠে বীরচন্দ্রপুরে নেমে ১০ মিনিটের হাঁটাপথ নিতাই বাড়ি। তারাপীঠের রাস্তায় দারকেশ্বরী নদীর সেতু পেরিয়ে মন্দিরকে ডাইনে রেখে সাঁইথিয়ার দিকে ৪ কিমি পথ গেলেই বামদিকে চোখে পড়ার বড় গেট। তাতে লেখা নিতাইয়ের জন্মস্থান একচক্রা ধাম। গোপপল্লী পার হলেই নিতাই বাড়ির আগে ইস্কনের নির্মিত একটি ছোট মন্দির চোখে পড়বে। মন্দিরে নয়নলোভন গৌর নিতাই বিগ্রহ। আর রয়েছে প্রভুপাদের জীবন্ত মূর্ত্তি। আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই পড়বে নিতাই বাড়ি ও মন্দির।

নিতাই বাড়িতে ঢুকলেই দেখা যাবে সূতিকা মন্দির- নিত্যানন্দ প্রভূ এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে নাম সূতিকা মন্দির। সূতিকা মন্দিরের পাশে রয়েছে ষষ্ঠীতলা। কুলাচার অনুসারে শ্রীমান নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মের ছয় দিন পরে একটি বিশাল বটবৃক্ষের তলে ষষ্ঠী পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এর নাম ষষ্ঠীতলা। প্রাচীন বৃক্ষ কালের গর্ভে বিলীন হলেও তার ঝুরি নেমে বিশালাকৃতি ধারণ করেছে। কথিত আছে গৌরাঙ্গ প্রভুর

অগ্রজ বিশ্বরূপ হাড়াই পণ্ডিতের বাড়িতে একদিন অতিবাহিত করেছিলেন। সন্ন্যাসী গৃহস্থের অন্দরে প্রবেশ করেন না তাই বাইরে যে স্থানে কালযাপন করেছিলেন তার বর্তমান নাম বিশ্বরূপ তলা। ষষ্ঠীতলার পাশে সেই বসত বাড়িতেই হাড়াই পণ্ডিতের উত্তরসূরীরা বংশপরম্পরায় বাস করছেন। সূতিকা মন্দিরের পাশেই রয়েছে পারিবারিক পুকুর। পুকুরটির নাম নিতাই কুণ্ড। নিত্যানন্দের স্পর্শে পুকুরের জল পবিত্র হয়েছে। তাই ভক্তগণ রাধাকুণ্ড বলে অভিহিত করেন।

মন্দিরের একটু ভিতরের দিকে গেলে নিত্যানন্দ প্রভুর মন্দির ও নাটমন্দির।

মন্দিরে নিতাই গৌর বিগ্রহের সঙ্গে একই সিংহাসনে শ্রী অদ্বৈত প্রভু প্রতিষ্ঠিত।

নিতাই অঙ্গনের মধ্যে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে সুবিশাল শিল্প সুষমা যুক্ত মন্দির। মন্দিরের কাজ শেষ হলে তা হবে দর্শনীয় বস্তু। আরও একটু এগিয়ে গেলেই গৌর নিতাই মন্দির। অপূর্ব শ্বেত পাথরের মন্দির এবং নিতাই গৌরাঙ্গের যুগল মূর্তি। যোগাযোগ করে গেলে মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ এবং থাকার ব্যবস্থা রয়েছে গৌরী মঠের যাত্রী নিবাসে। কিছু দূরেই রয়েছে জানুকুণ্ড। নিত্যানন্দ প্রভুর পরশ পূত জলাশয়। লোক কথায় বঙ্কিম দেব এখানে অন্তর্নিহিত হয়ে ছিলেন। এই স্থানের মাহাত্ম্য হল যে কুণ্ড পাড়ের সমস্ত গাছের ডালপালা যেন ঝুঁকে পড়ে পুকুরের জলকে ছুঁতে চাইছে।

পাশে গেলেই দেখতে পাবেন চোঙধারী বাবার সমাধি। এই যোগী পুরুষ সুপ্রাচীন কাল থেকে পাণ্ডব তলায় বসবাস করতেন। কথিত আছে মহাপ্রভুর মামার বিয়েতে তিনি বরযাত্রী গিয়েছিলেন। পাণ্ডব তলায় তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

পঞ্চ পাণ্ডব এক চক্রায় এসেছিল বলে বহুযুগ ধরে কথিত হয়ে রয়েছে। মহাভারতে একচক্রাকে প্রদেশ বলা হয়েছে এর বৃহৎ আয়তনের জন্য। এককালে বর্তমান ডাবুক, সন্দিগড়া বাজর, ময়ুয়েশ্বর ও কোটাসুর অঞ্চল সহ বহুস্থান একচক্রায় সামিল ছিল। কোটাসুর থেকে সামান্য পথ গেলে অনাদি লিঙ্গ মদনেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কথিত আছে কুন্তী দেবী সেবিত এই মহাদেব। মন্দিরের সামনে একটি বড় পাথরের প্রদীপ আজও ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কুন্তীদেবী এই প্রদীপে ঘৃতাগ্নি দিয়ে শিবের আরতি করতেন। এই মন্দির দর্শন করলে এর স্মরণাতীত কাল ও পুরাণত্ব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে। দেবালয়ের অঞ্চলে বকাসুরের প্রস্তরীভূত দেহাংশ (জীবাশ্ম বা ফসিলস) পড়ে রয়েছে। এটাকে লোক বলে অসুরের পায়ের মালইচাকি। এক কালে বীরভূমের জেলা শাসক গুরুসদয় দত্ত (ব্রতচারীর স্রষ্টা) অসুর দেহাস্থির কিছু অংশ এনে কলকাতার সংগ্রহশালায় রেখেছেন এটা জনশ্রুতি। ফলে পৌরাণিক মহাকাব্য আর নিকট ইতিহাসের সঙ্গম ভূমি এক চক্রা শুধুমাত্র বাঙালী নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পূণ্য তীর্থ ধাম। ***(শেষ)***

ধর্মঠাকুরের উৎসসন্ধানে বিদ্রোহীভূমি ময়নাগড়ে

প্রবীর জানা

ময়নাগড়ের রাজকাহিনী মেদিনীপুরের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। শুধু দেশপ্রেমের দিক থেকে নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও যুগ যুগ ধরে মানুষে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ময়নাগড়ের অবস্থান, কংসাবতী নদী যেখানে কেলেঘাই-এর সঙ্গে মিশেছে তার কিছুটা ওপরে নদীর পশ্চিম পাশে।

ময়নাগড় যেন দ্বীপের অভ্যন্তরস্থ আর একটি দ্বীপ। প্রশস্ত ও গভীর, কুমীরে ভর্তি তিনটি পরিখায় এই গড় ঘেরা থাকত। সে সময়ে দুর্গকে বলা হত গড়। গড় নামের মধ্যে ঝরে পড়ে আলাদা আকর্ষণ, গরিমা, রহস্যময়তা ও রোমাঞ্চ। তখন অজস্র গড় থাকলেও বিদেশি শাসক ইংরেজের আলাদা দৃষ্টি ছিল ময়নাগড়ের প্রতি। মধ্য ভূ-ভাগে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশবন। পদাতিক বাহিনী পেরিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, একটা তীর গলারও উপায় নেই। জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান প্রধান ভূস্বামীগণ শক্তপোক্ত নিশ্ছিদ্র দুর্গে বসবাস করা অত্যবশ্যকীয় মনে করতেন। কিল্লা ময়নাচৌরার নাম এ ধরনের তালিকায় বহু পরিচিত ও খুব বিখ্যাত। এই ভূস্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ সম্বন্ধে ব্রিটিশ কালেক্টর লিখেছেন, 'ময়নার জমিদার এখন যেমন শান্তশিষ্ট, অনুগত, পুর্বপুরুষেরা ততটা সুবোধ ছিলেন না। জমিজায়গা বন্দোবস্ত করার কথা উঠলে অথবা রাজস্ব জমা দিতে ডাকলে জঙ্গল মহলের ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য জমিদারের মতো তাঁরা দুর্গের ভিতর ঢুকে সেই যে কুলুপ এঁটে বসতেন, কস্মিন কালেও আর সাড়া পাওয়া যেত না।' এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে অনেকে উল্লেখ করেছেন আমির খশরুর এই বিখ্যাত উক্তি, 'অগর ফিরগউস বার রু-ইয় জমিন অস্ত, হমিন অস্ত ওয় হমিন অস্ত,' অর্থাৎ যদি স্বর্গ মনের ভুলে নেমেই থাকে ধরার বুকে তা এখানে, এখানে। সম্ভবত প্রাচীনকালে লাউসেন পত্তন করেছিলেন এই দুর্গ-রাজবংশের, গৌড়রাজের অধীনে।

বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি 'ধর্মমঙ্গল' ময়নাগড়কে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছিল। ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের কাব্যকাহিনী রাঢ়-বাংলার লোকমানসের দেবভাবনার অপূর্ব সৃষ্টি। এই কাহিনীর শুরু হয়েছে মর্তে নিত্য পুজো প্রচারের জন্য উৎসুক হলেন ধর্মঠাকুর। বাহন উলুকের পরামর্শে দেবসভার নর্তকী জাম্ববতীকে নৃত্যে তাল ভঙ্গের অপরাধে মর্তে পাঠালেন। জাম্ববতী রমতি নগরে বেনু রায়ের কন্যা রঞ্জাবতী নামে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর বড় বোন গৌড়ে পাটরানি এবং দাদা মহামদ গৌড়ে প্রধান অমাত্য। ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষ দুর্জয় শক্তি লাভ করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তাঁর হাতে কর্ণসেনের ছয় পুত্র প্রাণ হারালেন এবং তাঁর পত্নী পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করলেন। গৌড়রাজ নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কর্ণ সেনকে ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা করে পাঠালেন। মহামদ তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বোনের অনিষ্ট সাধনে লিপ্ত হলেন।

শুধু দেশপ্রেমের দিক থেকে নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও যুগ যুগ ধরে মানুষে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

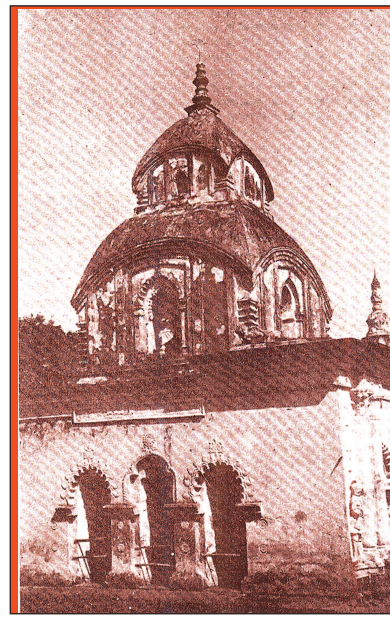

> *বিদেশি শাসক ইংরেজের আলাদা দৃষ্টি ছিল ময়নাগড়ের প্রতি। মধ্য ভূ-ভাগে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশবন। পদাতিক বাহিনী পেরিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, একটা তীর গলারও উপায় নেই।*

রঞ্জাবতী কুমারী জীবনে লাভ করেন গুণবান পুত্র, যাঁর নাম লাউসেন। মহামদ লাউসেনকে অপহরণ করলে ধর্মঠাকুর কর্পূর-সিন্দুর থেকে কর্পূরধ্বজকে সৃষ্টি করে রঞ্জাবতীর কোলে আর এক সন্তান হিসেবে দিলেন। ধর্মঠাকুরের চেলা হনুমান লাউসেনকে উদ্ধার করে আনলে পার্বতী মোহিনীমূর্তি ধারণ করলে লাউসেনের হাতে দিলেন খড়্গ। তিনি ইছাই ঘোষকে বধ করলেন। লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ কর্ণগড় আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে রঞ্জাবতীর বিশ্বস্ত কালু ডোম, লখ্যা, কলিঙ্গা প্রাণ হারালেন। কামরূপ রাজার কন্যা কানাড়াকে লাউসেন বিবাহ করেছিলেন কামরূপরাজকে পরাজিত করে। কানাড়ার বীরত্বে পরাজিত হন মহামদ। লাউসেনের ভক্তিতে ধর্মঠাকুর মহামদের শরীরে কুষ্ঠরোগ ছড়িয়ে দেন ও ময়নাগড়ের নিহত সকলের জীবন দান করেন। লাউসেন মহামদকে ক্ষমা করেন ও তাঁর কুষ্ঠরোগ সেরে যায়। মর্তে ধর্মঠাকুরের পুজো শুরু হল। পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন জননী রঞ্জাবতীর সঙ্গে। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সুসমাহারে এবং উপমা-অনুপ্রাসের নিপুণ প্রয়োগে সাবলীল সহজ ভাষায় লিখে ময়ূরভট্ট, ঘনশ্যাম চক্রবর্তী প্রমুখ কবিরা চতুর্দশ শতক থেকে ময়নাগড় ঘিরে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেছেন। ময়নাগড়ের বাহুবলীন্দ্র রাজবংশের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রণব বাহুবলীন্দ্র বললেন, ময়নাগড়ে রয়েছে অষ্টভূজা দেবী মূর্তি যাঁকে

এরপর পনেরো পাতায়

টেস্ট সিরিজেই অগ্নিপরীক্ষা ধোনীর তরুণ বাহিনীর

ষোলো পাতার পর

গম্ভীর আমাদের দলেই রয়েছেন এবং দলে এখন চার নম্বর পজিশনটা ভাবছি তুলেই দেব। তিনের পরে আসবে পাঁচ তারপর ছয়-সাত।' রসিকতা হলেও এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ধোনীকে বেশ কিছুটা চাপে রেখেছে চার নম্বর পজিশনে শচীন তেন্ডুলকরের অনুপস্থিতি।

যে গৌতম গম্ভীর টেস্ট-ওয়ান ডে কোনও দলেই নেই তার নাম করাটা শুধুই কি রসিকতা না টেস্ট দলে কোনও সংযোজনের ইঙ্গিত? ক্যাপ্টেন 'কুল' কিছু না ভেবেই শুধু রসিকতা করেই গৌতম গম্ভীরের নাম করেছেন। যে বিরাট কোহলী এখন ভারতের প্রধান ভরসা এখনও পর্যন্ত তাঁর টেস্ট পারফরমেন্স আহামরি কিছু নয়। যেখানে তাঁর ওয়ান ডে খেলার গড় ৫২.২৭ সেখানে টেস্টে ৪১.১৬। তার ওপর বিদেশের মাটিতে এই গড় ২৮.৯২। কাজেই ডেল স্টেন, ভার্নন ফিল্যান্ডার, মর্নি মর্কেলের মুখোমুখি হয়ে এই অনভিজ্ঞ দল বিজয়ের মুকুট ধরে রাখতে পারবে কি না তা নিয়ে ক্যাপ্টেন কুল যথেষ্টই চাপে।

কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার গ্রেম স্মিথ দক্ষিণ আফ্রিকার শুধু তরুণতম অধিনায়কই নন, সবচেয়ে সফল অধিনায়কও। তার ওপর ওয়ান ডে ম্যাচের জাদুকর অভিজ্ঞ আব্রাহাম বেঞ্জামিন ডি ভেলিয়ার্স টেস্টেও যথেষ্টই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। এছাড়াও রয়েছেন অ্যালভিরো ন্যাথান পিটারসন, ক্রিস্টোফার হেনরি মোরিস, হাসিম আমলা যিনি গত ৪ বছর ধরে টেস্ট এবং ওয়ান ডে দুটি বিভাগেই শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অবস্থান করছেন। আরও আছেন অভিজ্ঞ জ্যাক হেনরি ক্যালিস, যাঁর ইতিমধ্যেই ১২০০০ রান হয়ে গিয়েছে। রয়েছেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা ফাস্ট বোলার ডেল স্টেন, যাঁর বিরুদ্ধে শচীন বিদায়ী সিরিজে কিরকম ডুয়েল লড়বেন যা নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না।

স্টেনের সঙ্গী হয়ে উইকেটের অপরপ্রান্ত থেকে আগুনের গোলা ছাড়বেন মর্নি মর্কেল। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই ভারতীয় দলটির মূল শক্তি তারুণ্য হলেও অভিজ্ঞতার অভাব এঁরা পুষিয়ে দিতে পারেন প্রতিজ্ঞা এবং সাহসিকতায়। কখনও কোণঠাসা হয়ে পড়লেও দুর্দান্তভাবে বাউন্স ব্যাক করার ক্ষমতা রাখেন। বিশেষ করে দলটির মূল শক্তি যাঁরা তাঁদের মধ্যে বিরাট কোহলী নিজের একদা বেপরোয়া ইমেজ ছেড়ে এই মুহূর্তে নিজের একশ শতাংশ উজাড় করে দিচ্ছেন বাইশ গজে। অপরদিকে রোহিত শর্মা অবশেষে প্রতিভার অপচয় ভুলে নিজেকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে আছেন শিখর ধাওয়ান। যিনি শুধু দলে প্রবেশই করেননি, এই মুহূর্তে দেশে সেরা দশ জনের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছেন অনেক বছর লড়াইয়ের পর। কাজেই ওয়ান ডে সিরিজের ফল যাইহোক টেস্ট সিরিজ যে রীতিমতো জমজমাট হতে যাচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

কর্তাদের জন্য এই ব্যর্থতা

ষোলো পাতার পর

চার্চিলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। কিন্তু এরা সবাই আজ বাংলায় ব্রাত্য। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের হাতে থেকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও আজও আমরা বিদেশিদের প্রতি বড্ড বেশি অনুগত। তাই বিদেশিরা ব্যর্থ হলেও তাদের বিরুদ্ধে যাবার মতো মানসিকতা বাংলার কোনও ক্লাব কর্তার নেই।

আজকে কলকাতার দলগুলোতে বাঙালি খেলোয়াড়ের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কারণ, বিদেশি কোচেদের কাছে বাঙালির সেন্টিমেন্টের কোনও গুরুত্ব নেই। বাংলার কোনও ছেলেকে তাঁরা সেইভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ। অপরদিকে কলকাতার দলগুলিতে যেসব বিদেশিরা খেলছে তারা কেউ ভালভাবে খেলতে পারছে না। বিশেষ করে ওডাফা, চিডি, পেন ও টোলগে রন্টির কথা বলব। এরা প্রত্যেকেই পেশাদার খেলোয়াড়। অথচ এদের খেলার মধ্যে সেই ঝাঁঝালো ব্যাপারটাই নেই। বিদেশে পেশাদার খেলোয়াড়রা ঠিকমতো না পারলে তাদের চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ থেকে টাকা কাটা হয়। অথচ এখানে সেরকম কোনও কিছু হয় না। ক্লাব কর্তারা বিদেশিদের বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেয়। আজকে টোলগের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অথচ তাঁকে ক্লাব এতদিন ধরে সেইভাবে কোনও কিছু বলছে না। কোচ টিমের শেষ কথা। অথচ দেখা যাচ্ছে কোচকে সে গুরুত্ব দিতে চায় না। বিদেশিদের লাগাম যদি ক্লাব কর্তারা ঠিকমতো না ধরেন তাহলে ক্লাবের হাল খারাপ হতে বাধ্য। ওডাফা এখনও চোট মুক্ত নয়। তার প্রিসিজন ট্রেনিং ভাল না হওয়ার ফলে সে এখন চোট মুক্ত হতে পারছে না। কোচ করিম নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ওডাফার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না। এতে ওডাফা শুধু নয় ক্লাবেরও ক্ষতি হচ্ছে। রন্টি গোলের মধ্যে নেই। চিডি, পেন কেউই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছেন না।

বিদেশি কোচদের ভ্রান্ত নীতি এবং বিদেশি খেলোয়াড়দের ঠিকমতো ফর্মে না ফেরা এবং ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে ফুটবলারদের ঠিকমতো যোগাযোগ না থাকার দরুণ আজকে আইলিগে বাংলার এই হাল হচ্ছে। এখনও সময় আছে যদি ক্লাবগুলো বিদেশি কোচগুলির প্রতি কম আনুগত্য দেখিয়ে স্বদেশী কোচদের প্রতি একটু ভরসা রাখতে পারেন তাহলে সেটা বাংলার ফুটবলের ক্ষেত্রে মঙ্গল হবে।

পাশাপাশি বাংলার ফুটবলার যাতে আরও উঠে আসে সেই দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত। বড় ক্লাবগুলো বড্ড বেশি বিদেশি নির্ভর হয়ে পড়ছে। অথচ যাঁরা আজ খেলছে কেউই তাদের সেরা ফর্মে নেই। তাদের একটু বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় টিমের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ফুটে উঠছে। কোচের সঙ্গে খেলোয়াড়দের একটা দুরত্ব তৈরি হচ্ছে। ফলে তার একটা প্রভাব দলের পারফর্মেন্সে পড়ছে। কর্মকর্তাদের দলের পিছনে একটু সময় দেওয়া উচিত। নিয়মিত মাঠে থাকা উচিত, যা অনেকসময় হয় না। দলের ব্যর্থতার জন্য কেবল কোচ দায়ী হবেন কেন? খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা শৃঙ্খলাবোধ থাকা জরুরী। সেটা না থাকলে দল কখনই সাফল্য পায় না। বাংলার ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ক্লাব কর্তাদের ভূমিকা ঠিক করতে হবে। তবে আইলিগ সহ দেশের অন্যান্য টুর্নামেন্টে সাফল্য আসবে।

জাপানে নেতাজী ও সেনদাদা

ছয়ের পাতার পর

কিন্তু সেই টেলিগ্রাম পৌঁছে ছিল রায় বার হবার কয়েক ঘণ্টা পর। সেই রায় 'নট গিল্টি' ততক্ষণে ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। উপস্থিত সব কয়েকজন জজ রায় দিলেন জেনারেল তোজো গিল্টি (দোষী)। একমাত্র ডাঃ পাল বললেন, 'নট গিল্টি'। অবশ্যই জেনারেল তোজোর ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাসে সেটা হয়ে উঠেছে বিচারের নামে একটা প্রহসন। আমেরিকার হয়ে চাটুকারিতা। কিন্তু জেনারেল ম্যাকআর্থার - যে মানুষটির উচিত ছিল 'নট গিল্টি' কথাটি শোনার পর থেকে বেশি অসন্তুষ্ট হওয়া, সেই মানুষটিই ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে প্রায় জোর করে এনে বসিয়ে দিয়েছিলেন এই 'নট গিল্টি' কথাটি শোনার জন্য। কত না তফাত জেনারেল ম্যাকআর্থার চিন্তার সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর চিন্তাধারার। তা না হলে ভারডিক্ট 'নট গিল্টি' প্রত্যাহার করবার জন্য টেলিগ্রাম কেন পাঠালেন। যাই হোক সেসব পরবর্তীকালে ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। সেই দিনটি ছিল সত্যেন সেনের দ্বিতীয় আনন্দের দিন। পরবর্তীতে ডাঃ পাল-এর জাপানী ভক্তবৃন্দ একটা অ্যাসোসিয়েশন করেছিলেন। ৭০ দশকের মাঝামাঝি শেষবার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল তাঁর ছেলে প্রশান্তদাকে (পাল) নিয়ে তাঁদেরই আমন্ত্রণে জাপানে এসেছিলেন।

যে মানুষ সারাজীবনটা ভারতের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জন্য তো আমরা কিছুই করতে পারিনি। এতো স্বাধীনতার লজ্জা।

সেসময় দেখেছি সেন ডাঃ পাল-এর কাছে রোমন্থন করতেন। সেসব গল্পের যেন শেষ ছিল না। সেই সময় ওঁর একটা মূর্তি স্থাপন করা শুরু হয়। যতদূর মনে পড়ে ওঁকে সেই কারণেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের জাজমেন্টের পূর্ণ ভারডিক্ট-এর জাপানী অনুবাদ করে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সেনদাদা'র বক্তব্য - 'কিন্তু আমরা, আমরা কি করেছি? কিছুই না। এমন মানুষকে তো জাপানের রাষ্ট্রদূত করা উচিত ছিল। নেতাজীর মৃত্যু রহস্যের সত্য উদঘাটনের জন্য শাহনওয়াজের জায়গায় তো ডাঃ পালই ছিলেন সব থেকে উপযুক্ত মানুষ, যাঁর কাছে জাপানের মানুষ হয়ত সব সত্যই তুলে ধরতে পারত। সেটাই যখন হল না, তখন আমার মতন সামান্য মানুষকে নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?' সেনদাদা শেষ পর্যন্ত জাপানী নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। ছেলেরাও জাপানী নাগরিক। শেষের দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার পড়শিরা কিন্তু তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে দেখে নিজেদের ওপর ধিক্কার আসত। যে মানুষ সারাজীবনটা ভারতের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জন্য তো আমরা কিছুই করতে পারিনি। এতো স্বাধীনতার লজ্জা।

এক সন্ধ্যায় আড্ডা এবং...

আড্ডা এবং-এর সঙ্গে কলকাতার সংস্কৃতি ও কবিতা প্রেমী মানুষদের পরিচয় অনেক আগেই হয়েছিল। তাঁদের প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই একটা বৈচিত্র্য ও রুচিশীল মননের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে তারই এক নিদর্শন আবারও রাখল 'আড্ডা এবং'। 'আলেয়া হ্রদে কবিতার সাঁকো' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানটি মূলত এ কালের জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামী এবং নতুন কবি ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে আবর্তিত ছিল। শৈশব প্রকাশন থেকে কবি ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়ের 'পায়ের তলায় পাথর পুষেছি' কবিতার বইটি কবি জয় গোস্বামীর হাত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অনুষ্ঠানে নিজের লেখা তিনটি কবিতা পাঠ করে শোনান ফুল্লরা।

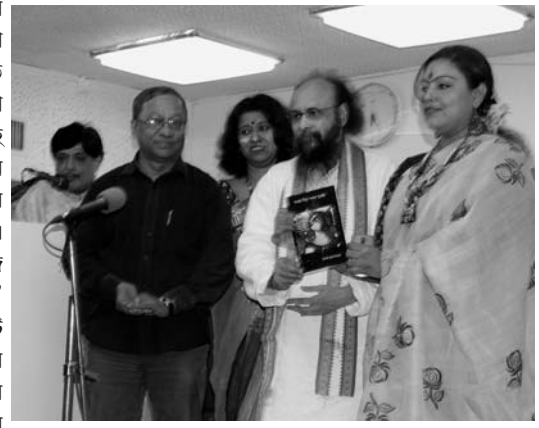

ছোট্ট শঙ্খনীল পাল জয় গোস্বামীর 'ফুটকড়াই' কবিতাটি অত্যন্ত সাবলীলভাবে আবৃত্তি করেন। এরপর বলাকা চক্রবর্তী ও মনোজ মাঝি কবি জয় গোস্বামীর প্রেমের কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করেন।

সে দিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মনোগ্রাহী ছিল আড্ডা এবং-এর মূল কান্ডারী শর্মিষ্ঠা পালের কবিতা পাঠ। কবি জয় গোস্বামী এবং ফুল্লরার কিছু কবিতাকে একত্রিত করে এক অসাধারণ কোলাজ পাঠ উপস্থিত দর্শক হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এছাড়াও বাচিক শিল্পী নীহারেন্দু ভট্টাচার্য। সুপর্ণা গোস্বামী এবং সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়ের কবি জয় গোস্বামীর কবিতা পাঠ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুবীর হালদার।

ছবি ও প্রতিবেদন: অভিমন্যু দাস

ধর্মঠাকুরের উৎসসন্ধানে বিদ্রোহীভূমি ময়নাগড়ে

চোদ্দো পাতার পর

স্বয়ং লাউসেন পুজো করতেন বলে কথিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা, মূর্তিটি সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত বন্দরে যখন পতন হয় সেই সমসাময়িক কালের। লাউসেনের রাজত্ব দশম শতাব্দীতে পাল যুগে। এই মূর্তি অষ্টভূজা দেবী রুক্কিনী, যাঁকে তান্ত্রিকেরা তারা, কালী নামে আরাধনা করতেন।

ময়নাগড়কে তখন বলা হত 'ময়নাচৌরা'। ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন বলেছেন, 'মৃতপানক' নামক স্থানটি একসময় লুণ্ঠিত ও পরিত্যক্ত হয়। ময়নাগড়ের নামে উৎপত্তি সেখান থেকে হতে পারে। কারও ধারণা পাঁচটি নদীর মোহনা থেকে ময়না নামের উৎপত্তি। অনেকে মনে করেন এই অঞ্চলে বুনো গাছ 'ময়না' বা ময়না পাখির আধিক্য থেকেও এরূপ নামের উৎপত্তি হতে পারে। তবে তিব্বতী 'সবং', 'পিংলা' প্রভৃতি শব্দের স্থানের নাম এখানে রয়েছে। ওড়িয়া ভাষায় দ্বীপকে বলা হয় 'চৌরা'।

বিভিন্ন সময়ে এখানের ভূস্বামীদের উত্থান-পতন হয়েছে। বর্তমানের বাহুবলীন্দ্র বংশের পরিচয় পাওয়া যায় কালিরাম সামন্ত (১৪৩৪-১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ) থেকে। এই রাজবংশের গোবর্ধন সামন্তর (১৫২৬-১৬০৭ খ্রীস্টাব্দ) বীরত্ব ও বাহুবলের নিদর্শন পেয়ে ওড়িশার রাজা তাঁকে 'রাজা', 'আনন্দ' ও বাহুবলীন্দ্র' উপাধি দেন। ময়নাগড়ের ভূস্বামী জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র (১৭৭০-১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ) ইংরেজ সরকারকে কর দিতে অস্বীকার করে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করে বুঝিয়ে দেন যে মেদিনীপুরের মানুষ বিদ্রোহী। ব্রিটিশ সৈন্য ছ'মাস ময়নাগড় অবরোধ করে রাখে। জগদানন্দ বশ্যতা স্বীকার করলেন না। শেষপর্যন্ত তাঁর শিশুপুত্রকে ইংরেজ সরকার সিংহাসনে বসায়। ময়নাগড়ে গড়সাফাৎ গ্রাম জুড়ে গড়ভূমি, পূর্বদিকে কামান বসাবার উচ্চভূমি, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জল পথে প্রবেশ পথ এবং লাউসেন পূজিত ধর্মদেবতার মন্দির, পরিখা প্রভৃতি আছে।

ধর্মমঙ্গলের উৎসস্থল ময়নাগড় বা ময়নাচৌরা ইতিহাসের দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে দর্শনীয় স্থান। হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে মেচেদা স্টেশনে নেমে বাসে বা হাওড়া-দীঘা অথবা হাওড়া-হলদিয়া বাসে নিমতৌড়িতে নামতে হবে। সেখান থেকে দশ কিলোমিটার পথ বাস বা ট্রেকারে যেতে হবে পশ্চিমে, কংসাবতী ব্রীজ পার হলে পশ্চিম তীরে ময়নাগড়।

রাত্রিতে থাকার প্রয়োজন হলে নিমতৌড়িতে ফিরে এসে স্মৃতিসৌধে বা মেচেদায় ও তমলুকে হোটেলে থাকতে পারেন।

টেস্ট সিরিজেই অগ্নিপরীক্ষা ধোনীর তরুণ বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত দু'দশকে সাফল্য ধরা দিয়েছিল একবারই, সেই গত শতাব্দীর নয়-এর দশকের প্রথম দিকে। দীর্ঘকাল পর দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবিদ্বেষগত অবরোধমুক্ত হওয়ার পরে ক্রিকেটের মূল আঙিনায় যখন ফিরে আসে। ক্লাইভ রাইসের নেতৃত্বাধীন সেই অনভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করাটাই আজ অবধি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট সিরিজ জয়। এছাড়া সাফল্য বলতে ২০১০ মরসুমে ১-১ ফলাফলে সিরিজ ড্র করে আসা। সেই ক্ষেত্রে ধোনী বাহিনী এখন সাফল্যের এভারেস্টে যতই উঠে থাক প্রোটিয়াসদের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলাটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। তার উপর দলে ধোনী এবং বেশ কিছুদিন পর দলে ফিরে আসা জাহির ছাড়া দলের সেরকম কোনও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নেই। এমনিতেই দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড রীতিমতো ক্ষুণ্ণ হয়েছে শচীন তেন্ডুলকর এই সফরে না গিয়ে অবসর নেওয়াতে। শচীন থাকলে শচীনের শেষ সিরিজ বলে এবারের ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ রীতিমতো বর্ণময় হয়ে উঠত। কিন্তু মাস্টার ব্লাস্টার আগে অবসর নেওয়াতে সিরিজ অনেকটাই বর্ণহীন হয়ে পড়ে। তার উপর দলে একমাত্র অভিজ্ঞ

ট্রফি হাতে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও এবিডিভিলিয়ার্স। ছবি : ক্রিক ইনফোর সৌজন্যে

খেলোয়াড় বলতে অধিনায়ক ধোনী নিজে। যাঁদের উপর ভর করে ভারতীয় দল ইদানীংকালে সাফল্যের তুঙ্গে উঠেছে সেই বিরাট কোহলী, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান প্রত্যেকেই দলে তুলনামূলকভাবে তরুণ। যদিও এঁরা জুনিয়র দল অথবা ভারতের 'এ' টিমের সদস্য হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রোটিয়াসদের মোকাবিলা করে এসেছেন তবুও ওই স্তরের খেলার সঙ্গে জাতীয় দলদুটির প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ অনেকটাই পৃথক। সিনিয়র আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় অনেক বেশি ক্ষুরধার। এর আগে শচীন তেন্ডুলকর টপ ফর্মে থাকার সময় এবং সৌরভ গাঙ্গুলীর অধিনায়কত্বে থাকার সময় ভারতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের অধিকাংশ সাফল্য নিজের দেশের মাটিতে। একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের উপমহাদেশের পিচ কোনওদিনই পেসারদের আনুকূল্য দিত না। তার উপর ইদানীংকালের পিচ আরও বেশি ব্যাটিং সহায়ক হচ্ছে। আমাদের দেশে যেসব বল হাঁটুর উপরে ওঠে না, সেই বল দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে কোমর অবধি উঠবে। যেসব বল এদেশে কোমর অবধি ওঠে তা প্রিটোরিয়া বা জোহানাসবার্গে ছুটে আসবে বুক বা মাথা লক্ষ্য করে। কাজেই আমাদের আগ্রহ থেকেই যাচ্ছে রোহিত শর্মা বা শেখর ধাওয়ান কীভাবে এদের মোকাবিলা করেন। ধোনী দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হওয়ার আগে রসিকতার সুরে বলেছেন, 'গৌতম

এরপর পনেরো পাতায়

কর্তাদের জন্য এই ব্যর্থতা

রঘু নন্দী, প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক

এখনও অবধি আইলিগে খেলার যা অবস্থা তাতে কলকাতার চারটি দলই খুব ভাল অবস্থায় নেই। বিশেষ করে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানের কথা বলব। মরসুমের শুরুতে যে প্রত্যাশা ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল সেই প্রত্যাশা তার পূরণ করতে ব্যর্থ। এএফসি কাপ খেলতে গিয়ে আইলিগের প্রতি ফোকাস ঠিক মতো দিতে পারেনি। ইতিমধ্যেই তাদের কোচ বদল হয়েছে। বিদেশি কোচ ফালোপার বদলে এসেছেন স্বদেশী কোচ কোলাসো। যার নেতৃত্বে ডেম্পো পাঁচ বার জাতীয় লিগে জিতেছে। এবার দেখার বিষয় তিনি বাংলায় কতটা সফল হন। বিদেশি কোচেদের প্রচুর টাকা দিতে এনে কি বাংলার ফুটবলের আদৌ কোনও উন্নয়ন হচ্ছে কি ? মনে তো হয় না। আজকে করিম বেঞ্চারিফা, আজিজ, সাতোরি কেউই ভাল অবস্থায় নেই। দীর্ঘ বহুবছর ধরে বাংলার কোনও দল আইলিগ পাচ্ছে না। অথচ ক্লাবগুলো তাদের বেশি গুরুত্ব

আইলিগে কলকাতার দলের হাল

দিচ্ছে। আজকে সুব্রত ভট্টাচার্য, সুভাষ ভৌমিককে কোচ করার ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন ক্লাব কর্তাদের মনে জাগে। অথচ সুভাষ ভৌমিক কিন্তু গতবার

এরপর পনেরো পাতায়

অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার রোয়িং এগোচ্ছে

অভিমন্যু দাস

সারা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র রোয়িং কেন্দ্র হল রবীন্দ্র সরোবরের লেক। কলকাতার মাত্র চারটি ক্লাবের মধ্যে রোয়িং নামক এই জনপ্রিয় জলক্রীড়াটি সীমাবদ্ধ আছে। আমাদের অনেকের মনেই একটি ধারণা আছে যে রোয়িং খুব বড় লোকের খেলা। সাধারণ মধ্যবিত্তের খেলা নয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এটা মোটেই বড় লোকের খেলা নয়। যে কোনও সাধারণ মানুষ এই খেলায় অংশ নিতে পারেন। এটি একটি অলিম্পিক গেম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রচারের অভাবে রোয়িংয়ের জনপ্রিয়তা সেভাবে বাংলায় বিস্তার লাভ করতে পারেনি। আজকাল রোয়িং-এ এশিয়াডে ভারত সোনা জিতছে এবং অলিম্পিকে ভাল পারফর্ম করছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গে রোয়িং-এর জনপ্রিয়তা না হওয়ার মূল কারণ হল একমাত্র রবীন্দ্রসরোবরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকার এর জনপ্রিয়তা প্রসার লাভ করেনি। রোয়িং করার জন্য যে বিরাট মাপের জলাশয়ের প্রয়োজন তা এই রাজ্যে আর কোথাও গড়ে ওঠেনি। অথচ রোয়িং এমন একটি ক্রীড়া যেখানে তিন-চার মিনিটের রেসে যে পরিমাণ শারীরিক শক্তিক্ষয় হয় তা ৯০ মিনিট ফুটবল খেলার সমতুল্য।

স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশরা গঙ্গাবক্ষে মূলত বিনোদনের জন্য রোয়িং করতেন। এরপর ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রসরোবর চালু হলে এখানে শুরু হয় রোয়িং। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের গোড়াপত্তন হয় এবং সেখানে মূলত ব্রিটিশরাই রোয়িং করার সুযোগ পেতেন। এরপর ১৯৩৩ সালে স্যার বীরেন মুখার্জি সহ আরও কিছু বিশিষ্ট ভারতীয় বড় ব্যবসায়িরা উদ্যোগী হয়ে তৈরি করেন লেক ক্লাব। এখানে ভারতীয়রা রোয়িং করার সুযোগ পায়। সেই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য কিছু শহরে যেমন - পুণে, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, পাঞ্জাব, করাচি (আজকের পাকিস্তান), কলম্বো (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) রোয়িং হত। এই সময় দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা ক্লাবগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা হত। যার নাম অ্যামেচার রোয়িং ইস্ট এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। আজও সেই প্রতিযোগিতা চালু আছে। স্বাধীনতার পর কলকাতায় আরও দুটি রোয়িং ক্লাব গড়ে ওঠে। একটি বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব। অপরটি কলকাতা ইউনিভার্সিটির রোয়িং ক্লাব। যেখানে কেবলমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের একটি রোয়িং ইউনিট চালু হয়েছে। যদিও তাদের নিজস্ব কোনও রোয়িং ক্লাব এখন পর্যন্ত গড়ে

ছবি : প্রতিবেদক

ওঠেনি। ১৯৭২ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ রোয়িং অ্যাসোসিয়েশন এবং একই সঙ্গে এখানে জন্ম নেয় অল ইন্ডিয়া রোয়িং ফেডারেশন। ১৯৮২ সালে দিল্লির এশিয়াডে প্রথম রোয়িং অন্তর্ভূক্ত হয়। সে বার ভারতীয় রোয়িং দলে কলকাতার চারজন স্থান পেয়েছিলেন। এরপরে সেনাবাহিনী রোয়িং-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। সাই রোয়িংকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে। হায়দরাবাদে গড়ে জাতীয় রোয়িং সেন্টার। যেখানে সারা বছর ভারতীয় দলের ক্যাম্প চলে। সাই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি রোয়িং প্রজেক্ট চালু করেছে। বাংলার রোয়িংয়ের বর্তমান পরিস্থিতি কি এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রোয়িং অ্যাশোসিয়েসনের বর্তমান সচীব জয়দীপ দত্তগুপ্ত জানালেন, 'বাংলা থেকে প্রচুর ছেলে-মেয়ে রোয়িং-এ উঠে আসছে। সদ্য রুরকিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপে লেক ক্লাব মেয়ে ময়ুরাক্ষী মুখোপাধ্যায় রুপো জিতেছে। যেটা মেয়েদের রোয়িং-এর ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য বলে মনে করি।

এরপর তেরো পাতায়

জাতীয় রোয়িং-এ রুপোজয়ী ময়ূরাক্ষী

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের বিজ্ঞান শাখার একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ময়ূরাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবার রুরকিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় রোয়িং প্রতিযোগিতায় সাব জুনিয়র বিভাগে রূপো জয় লাভ করেছে। যা বাংলার মহিলা রোয়িংয়ের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাত্র ৪ সেকেন্ডের জন্য তার সোনা হাত ছাড়া হয়েছে। লেক ক্লাবের ময়ূরাক্ষী স্কুল রেগাটা থেকেই উঠে এসেছে। ক্লাস সেভেন থেকে

এরপর তেরো পাতায়

সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক এল.এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫ হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ** কুণাল মালিক।